ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 September, 2023 ■ আগরতলা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুরানো সরিয়ে বহু নতুন মুখ

রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় বড়সড় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকার অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় বড়সড় পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিভিন্ন সংস্থার নতুন চেয়ারপার্সন নিয়োগের মাধ্যমে ২০টি নিগম এবং পর্ষদ পুনর্গঠন করেছে। যা একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন বলে মনে হচ্ছে। এর মাধ্যমে এই সংস্থাগুলির দ্বারা রাজ্যের উন্নয়ন আরও তরান্বিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তিত পদগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সংস্থার চেয়ারম্যান পদ। বিভিন্ন নতুন মুখ স্থান পেয়েছেন এই নতুন তালিকায়। রাজ্যপাল এসএন আর্যের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত সচিব এস মগ দ্বারা নিয়োগের পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা এবং ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালি গোস্বামীকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি ঝর্ণা দেববর্মা ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসাবে বর্নালী গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং বিজেপি ওবিসি মোর্চার নেতা সমীর ঘোষকে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত করা হয়েছে। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসকে মার্কফেডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এবারে প্রাক্তন টিআরটিসি চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেবকে এই পদে বসানো হয়েছে। প্রবীণ বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী জওহর সাহাকে ত্রিপুরা উদ্যানপালন উন্নয়ন দফতরের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রাক্তন সাংবাদিক এবং বর্তমান বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যকে তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক বিভাগের অধীনে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনার সোসাইটির জেনারেল বডির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, বিজেপি নেতা এবং অ্যাডভোকেট জসিমউদ্দিনকে ত্রিপুরা সংখ্যালঘু সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বিজেপি বিধায়ক মাইলাফ্রু মগকে ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। শান্তির বাজারের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক প্রমোদ রিয়াংকে ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের (টিএফডিপিসি) নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। নলচরের বিধায়ক কিশোর বর্মণ ত্রিপুরা তাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডের নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।

তাঁত ও হস্তশিল্প কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামীকে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (টিআরটিসি) লিমিটেডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (টিএসআইসি)-এর নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন ছাউমনুর তরুণ বিজেপি বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা। প্রাক্তন আমলা মৃণাল কান্তি নাথ যিনি বিজেপিতে যোগদানের আগে একবার তথ্য বিভাগের পরিচালক ছিলেন তিনি ত্রিপুরা অন্যান্য অনগ্রসর জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। কল্যাণপুরের বিজেপি বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী একইভাবে ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছেন। বিজেপির প্রবীণ বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে কর্পোরেশনের দৈনন্দিন বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য ত্রিপুরা তফসিলি উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। বিজেপি কর্মী রতন ঘোষ কে গোমতী মিল্ক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। কো অপারেটিভ ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন টুটন দাস। হরটিকালচার চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে জওহর সাহাকে। ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে মবস্বর আলীকে। হজ কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে শাহ আলমকে। রাজ্য ওবিসি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে তাপস মজুমদারকে।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পরিষদের সচিব পদেও রদবদল হয়েছে। বিজেপি কর্মী সুকান্ত ঘোষকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ছয় মাস বিরতির পর এ নিয়োগ দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ন এই পদগুলিতে পরিবর্তন ঘিরে মিশ্র সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে।

রেল স্টেশনে আন্দোলন করায় দুই বাম বিধায়ক সহ ৫ নেতার বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জনগনের স্বার্থে রেল স্টেশনে আন্দোলন করার জন্য দুই বাম বিধায়ক সহ বিধানসভার প্রাক্তন মুখ্য সচেতক ও দুই সিপিআইএম নেতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রনোদিত মামলা নিল রেল পুলিশ, মামলা হাতে নিয়ে সোমবার দুপুরে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে আগরতলার রেল পুলিশের তিন আধিকারিক, কোন রকম অনুমতি ছাড়া সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা কার্যালয়ে ঢুকে উত্তর - পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলা মামলার নাম্বার ৫৬/২৩, আন্ডার সেকশান ১৪৭/১৪১ ১৯৮৯ রেলওয়ে অ্যাক্টে অভিযুক্তদের খুঁজতে থাকে, রেল পুলিশের এহেন আচরনে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ জেলা জুড়ে। গনতান্ত্রিক দেশে এই প্রথম নজির বিহীন কান্ড ঘটালো উত্তর পূর্ব রেল পুলিশ,এর আগেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল এবং ডেপুটেশনও প্রদান করে বিভিন্ন দাবিতে কিন্তু তখন রেল পুলিশের পক্ষ থেকে এরকম মামলা আর হয় নি, কিন্তু হঠাৎ করে পাঁচ জন সিপিআইএমের বিরুদ্ধে রেল এক্টে মামলা তা নিয়ে হতচকিত হয়ে পরে সবাই গত দশই সেপ্টেম্বর বিলোনিয়া রেল ষ্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে মিছিল ও ডেপুটেশন দেওয়ার অপরাধে সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, সিপিআই(এম) দক্ষিন জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিলোনীয়ার সিপিআই(এম) বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, ঋষ্যমুখের সিপিআই(এম) বিধায়ক অশোক মিত্র, বরিষ্ঠ আইনজীবি জ্যোতির্ময় সোমের বিরুদ্ধে মামলা নিল উত্তর - পূর্ব রেল ,এই ধরনের রেল পুলিশের তুঘলকি কাণ্ডে সিপিআই(এম) দক্ষিন জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার ও সিপিআই(এম) বিধায়ক দীপঙ্কর সেন তীব্র ক্ষোভ ব্যাক্ত করেন, তদন্তের নামে কোন রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে পুলিশের প্রবেশের অধিকার আছে কিনা এনিয়েও প্রশ্ন উঠছে জনমনে, সেই দিন মামলা হওয়ার মতো কোন সমস্যাই হয়নি, অথচ রেল দপ্তর নাকি মামলা নিয়েছেন তাই রেল পুলিশ তদন্ত করতে এসেছে, সাংবাদিকরা ঘটনার খবর পেয়ে আগরতলা থেকে আসা রেল পুলিশের আধিকারিকদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে নারাজ, রেল পুলিশকে এমন আর কয়টি মামলা রাজ্যে হয়েছে সেই উত্তর ও দিতে পারেনি। কোন রকম অনুমতি ছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে রেল পুলিশের প্রবেশ এটা ভারতীয় রেলের কত নং ধারায় লিপি বদ্ধ তারও উত্তর দিতে পারেননি রেল পুলিশ। এক রেল আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে কোন অনুমতি ছাড়া রাজ্য পুলিশ কিভাবে অনুমতি দিল এবং রেল আধিকারিকইবা কিভাবে সিপিআই(এম) এর ডেপুটেশান গ্রহন করলো তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহন হবে কিনা সেই প্রশ্ন গুলির কোন উত্তর না দিয়েই সাংবাদিকদের কাছে ,পুনরায় আগরতার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

এনএসইউআই সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কৃত সম্রাট রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সংগঠন বিরোধী কাজের জন্য এনএসইউআই-এর রাজ্য সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হলো সম্রাট রায়কে। সর্বভারতীয় এন এস ইউ আই সভাপতি স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে সম্রাট রায়কে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সম্রাট রায় কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই এনএসওআই সভাপতি সম্রাট রায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। যান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম নরেন্দ্র মলসম (১৯)। ঘটনা,তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত শালকাকামী এলাকায়। জানা গেছে, বাইক গিয়ে বিএসএফ এর গাড়িতে ধাক্কা খায় ওই যুবক। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে বাইক চালক যুবক। উল্লেখ্য রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় প্রতিনিয়তই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। বেশিরভাগ দুর্ঘটনার পেছনেই দ্রুত বেগে যানবাহন চালানোর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পন্ডিত দীনদয়ালের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন দর্শণ তুলে ধরা প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পণ্ডিত দীনদয়ালের দর্শন একাত্ম মানববাদে ভারতীয়বোধের পরিচয় খঁজে পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন পাশ্চাত্যের ভাবনায় বা পাশ্চাত্যের দর্শনে ভারতবর্ষের কল্যাণ হবে না। দেশের সার্বিক বিকাশ ও জনগণের কল্যাণে প্রয়োজন ভারতীয়বোধের ভাবধারায় এমন এক জীবনদর্শন যা সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবে ও সকলের কল্যাণ হবে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আমাদেরকে সেই দর্শনের সন্ধান দিয়েছেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের সনাতন দর্শনই এখন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের দর্শন ক্রমশ নিম্নগামী। তাঁর দর্শন একাত্ম মানববাদ এখন সর্বত্র প্রতিফলিত হচ্ছে। এই দর্শন ভারতীয় সংস্ক'তির সাথে সম্প'ক্ত। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একাধারে লেখক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি একাত্ম মানববাদ ও অন্ত্যোদয়বাদের প্রবক্তাও ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে উপেক্ষিত ছিল। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো দেশের মূলধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁদের জীবনদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন প্রক'তির মধ্যে যে সম্পদ আছে তা দিয়েই প্রগতি সম্ভব। আমরা যদি পৃথক পৃথকভাবে থাকি তাহলে প্রগতি আসবে না। প্রগতির জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জি-২০ তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে নেত'ত্ব দিয়েছেন তাতে ভারতবর্ষ আগামীদিনে বিশ্বকে নেত'ত্ব দেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শনেই দেশের অন্তিম ব্যক্তির কল্যাণে কাজ করছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তির কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দেশের একজন প্রক'ত নেতা ছিল। তিনি ভারতবর্ষকে এমন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশায় ঝড়ে গেল তরতাজা প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আবারো ড্রাগসের কড়াল গ্রাসে বলি হতে হলো এক উঠতি বয়সের যুবকের। ঘটনা ঘিরে কল্যাণপুর সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দিন যতই এগিয়ে চলেছে ততই নেশার ভয়াবহতার মারণরূপ বিস্ফোরণের আকার ধারণ করতে চলছে। সোমবার পড়ন্ত বিকেলে কল্যাণপুরে মাত্রাতিরিক্ত ড্রাগস সেবন করে মৃত্যু হল ২৬ বছর বয়সী জনজাতি এক যুবকের। বিষয়টি চাক্ষুষ করেই সাধারনের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খোয়াই জেলার চাম্পাহাওর থানাধীন চন্দ্রনাথ ঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা সুবোধ দেববর্মার ছেলে প্রকাশ দেববর্মা বেশ কয়েক মাস ধরে ড্রাগসের খপ্পরে পড়ে। ইদানিং তার নেশার সেবনের দাপট বাড়ায়। আজ কল্যাণপুর বাজার লাগোয়া জনৈক বাদল দেবের বাড়িতে প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পাদনের শৌচাগারে যায় অপরিচিত এক যুবক। দীর্ঘ সময় পরও সে শৌচাগার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নগদ ২ লক্ষাধিক টাকা ও দেশী পিস্তল সহ আটক ৭ নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ সেপ্টেম্বর।। নগদ ২ লক্ষাধিক টাকা ও দেশী পিস্তল সহ খোয়াই থানার পুলিশের হাতে আটক নেশাকারবারী। অপারেশন সঞ্জিবনীর মাধ্যমে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে খোয়াইয়ের বিভিন্ন জায়গায় চলে তল্লাশী। শেষে খোয়াই লালছড়া নিবাসী গোপেশ বর্মনের ছেলে গৌতম বর্মনের বাড়ীতে ব্রাউন সুগার ও হাতিয়ার মজুত রয়েছে বলে খবর আসে পুলিশের কাছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গৌতম বর্মনের বাড়ীতে খোয়াই থানার পুলিশ তল্লাশী চালায়। নগদ ২ লক্ষাধিক টাকা, ৭টি মোবাইল, একটি ট্যাব, দুই কেইস ব্রাউন সুগার, একটি পালসার বাইক সহ দেশী বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে পিস্তল সহ যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় খোয়াই থানার পুলিশ। কিন্তু এমন ঘটনায় খোয়াইবাসীর মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এদিন খোয়াইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তল্লাশী অভিযানে আরো ছয় নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে খোয়াই থানার পুলিশ।

সম্পদ কর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ঃ দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সম্পদ কর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এই বিষয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি জানিয়েছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে সম্পদ কর প্রদান করেননি তাদেরকে জিআইএস পদ্ধতিতে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। সারা দেশের ন্যায় এখন আগরতলা পুর নিগমও জিআইএস পদ্ধতিতে সম্পদ কর আদায় করবে বলে জানিয়েছেন মেয়র। এদিন তিনি আরও বলেছেন, সুবিধা সবাই ভোগ করলেও মাত্র ৩০ শতাংশ জনগণ সঠিক সময়ে কর প্রদান করছেন। বাকিরা ভুল তথ্য দিয়ে সঠিক কর প্রদান থেকে বিরত থাকছেন।

তাই পুর নিগম যারা কর প্রদান করছেন না তাদের বাড়িতে জি আই এস পদ্ধতিতে নোটিশ পাঠিয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন এই কর আদায়ের ফলে যেন শহরবাসীর দুর্গোৎসবে ব্যাঘাত না ঘটে।

সেই লক্ষ্যে কর প্রদানের সময় সীমা আরও এক মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেন, আগে কর প্রদানের সময় ছিল ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত, এবারে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেই সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৫ই নভেম্বর করা হয়েছে।

তাই কর বৃদ্ধি করার বিষয়ে যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তার কোনো ভিত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন যারা দীর্ঘদিন ধরে কর প্রদান করছেন না শুধুমাত্র তাদের থেকে সঠিক কর আদায় করার জন্য নোটিশ জারী করেছে আগরতলা পুর নিগম।

রাজ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৮.৮৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭৯তম রাউণ্ডের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বার্ষিক মডিউলার সার্ভে ও আয়ুষের উপর রাজ্যের ৮টি জেলার ২৮৮টি গ্রামীণ এবং ১৫২টি শহর এলাকার নমুনা সংগ্রহ করে এই সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষার কাজটি ১ জলাই ২০২২ থেকে শুরু হয়ে গত ৩১ জন ২০২৩ পর্যন্ত কম্পিউটার এইডেড পার্সোনাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু গড় আয় পরিমাপের জন্য গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক

প্রোডাক্ট (জিএসডিপি) বা রাজ্যের আয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বিশেষ সচিব তথ্য সহকারে জানান, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এডভান্স এস্টিমেট অনুসারে রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৮.৮৯ শতাংশ। গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিএসডিপি) ৭২,৬৩৫.৬২ কোটি টাকা ও রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় হচ্ছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪১৯ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এডভান্স এস্টিমেট অনুসারে জিএসডপিতে প্রাইমারি সেক্টর ৪৪.৩৫ শতাংশ, সেকেণ্ডারি সেক্টর ১০.৫০ শতাংশ এবং টার্শিয়ারি সেক্টরের ৪৫.১৫ শতাংশ কন্ট্রিবিউশন রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের বিশেষ সচিব জানান, প্রয়াত অধ্যাপক পি সি মহালানবিশের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চলতি বছরের ২৯ জন, ত্রিপুরায় ১৭তম পরিসংখ্যান দিবস উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ৩টি পরিসংখ্যান প্রকাশনা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল গ্রামীণ ত্রিপুরায় ক'ষি পরিবার, জমি ও প্রাণী সম্পদের পরিস্থিতি মূল্যায়ন-২০১৯, লিঙ্গ পরিসংখ্যান, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৪২ ▫২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং▫ ৮ আশ্বিন ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

অনাবৃষ্টি বিপদের হাতছানি

দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় এ বছর বৃষ্টিপাত অনেকটাই কম হইয়াছে। অনাবৃষ্টি বিপদের হাতছানি দিতেছে। জলস্তর অনেকটাই নিচে নামিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। পরিবেশবিদরা বিষয়টি নিয়া দুশ্চিন্তায় পরিয়াছেন। সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টেরের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে।

লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

অহংকারী জোট অনিচ্ছায় নারী বিল সমর্থন করেছে: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী জোটকে নারী বিরোধী বলে অভিহিত করে বলেন, অহংকারী জোট অনিচ্ছায় সংসদে মহিলা বিলকে সমর্থন করেছে।

পন্ডিত দীনদয়ালের জন্মবার্ষিকীতে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিজেপি কর্মীদের মহাকুম্ভে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণে তিনি বলেন, আজ আমাদের অনুপ্রেরণা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন। পণ্ডিতজী সুশাসনকে অন্ত্যোদয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। অন্ত্যোদয়ের এই অনুপ্রেরণা আমাদের সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াসের আকারে অনুপ্রাণিত করে। গত ৯ বছরে আমরা যে পরিকল্পনাগুলি করেছি তার মূলে ছিল এই অনুভূতি। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে তাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যখন মোদী গ্যারান্টি দেয়, তখন বিজেপি গ্যারান্টি দেয়। প্রতিটি সুবিধাভোগীর কাছে মোদী পৌঁছোয়। মোদী মানে প্রতিটি গ্যারান্টি পূরণের গ্যারান্টি। সংসদ ও রাজ্যসভায় নারীদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের নতুন আইনের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীশক্তি বন্দন আইন দেশে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

তিনি আরও বলেন, অহংকারী জোট অনিচ্ছায় নারী সংরক্ষণ বিলকে সমর্থন করেছে। দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি হতে বাধা দেওয়ার জন্যেও এই একই ব্যক্তিরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন বলেও প্রধানমন্ত্রী মহাকুম্ভের ভাষণে সোমবার এই মন্তব্য করেন। এরা সেই একই লোক যারা দেশের সেনাবাহিনীর সামনের সারিতে মেয়েদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছিল।

মোদী আরও বলেন, আমাদের প্রচেষ্টা ছিল বোনদের সমৃদ্ধির পথ খোলা এবং কন্যাদের তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করা। তাই আমি দেশের প্রতিটি মা ও কন্যাকে বলব কেউ যতই চেষ্টা করুক না কেন, আপনি বিভ্রান্ত হবেন না।

মধ্যপ্রদেশকে ধ্বংস করেছে কংগ্রেস : শিবরাজ

ভোপাল, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে মধ্যপ্রদেশ। সোমবার ভোপালে আয়োজিত বিজেপি কর্মীদের মহাকুম্ভের সভা থেকে কংগ্রেস ও কমলনাথকে আক্রমণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অসুস্থ রাজ্যে পরিণত করেছে মধ্যপ্রদেশকে।

এদিনের সভায় তিনি বলেন, এখনে ছিল না বিদ্যুৎ, না ছিল রাস্তাঘাট, না ছিল জলের ব্যবস্থা। আমাদের সরকার সব ব্যবস্থা করেছে। মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি আজ মধ্যপ্রদেশকে একটি সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেছিলেন যে কমলনাথ এবং কংগ্রেসের সরকারের অধীনে রাজ্য সচিবালয়কে দুর্নীতির আস্তানায় পরিণত করা হয়েছিল। বন্ধ হয়ে গেল কৃষক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান, আগামী নির্বাচনের দুই মাস বাকি আছে, দলকে সময় দিতে। শপথ নিন যে আপনি আপনার বুথ জয় করবেন।

আইএসএলে আজ মরসুম শুরু করতে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আজ আইএসএলে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। গত কয়েক বছর আইএসএলে লাল-হলুদে এসেছে শুধুই ব্যর্থতা। এ বার ভালো কিছু করতে চায় কুয়াদ্রাতের দল।

সম্প্রতি ডুরান্ড কাপে রানার্স হয়েছে। ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানকে হারিয়ে দীর্ঘ ডার্বি হারের খরা কাটিয়েছে। কুয়াদ্রাতের দলকে ঘিরে তাই এবার আশায় বুক বাঁধছেন সমর্থকরা। অন্যান্য বারের তুলনায় এ বারের ইস্টবেঙ্গল কিছুটা হলেও শক্তিশালী। আইএসএলে আজ ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হচ্ছে জামশেদপুর এফসি। আর আই এস এল এর প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল কখনোই জিততে পারেনি। আজ দেখার ইস্টবেঙ্গল সেই থিম ভাঙতে পারে কিনা।

ঝড়ের পাখি ডিরোজিও

গৌতম রায়

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কার্লমার্ক্স লিখছেন, কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্প পরিমাণে শিক্ষা পাওয়া ভারতের দেশীয় অভিবাসীদের ভেতর এমন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাঁরা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁরা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।

এই ধারাতেই উনিশ শতকের নবজাগরণ, যার মূলে রয়েছে হিন্দু কলেজ, ডেভিড ড্রামন্ডের 'ধর্মতলা একাডেমী' ডিরোজিও (১৮০৯, ১৮ই এপ্রিল ১৮৩১, ২৬ শে ডিসেম্বর) এবং তাঁর শিষ্যগণ, যাঁদের ইয়ংবেঙ্গল বলা হয়, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ।

তবে নবজাগরণের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনুল্লেখিত থেকে গেলেও এক কথা বলতে হয় যে প্রথাগত আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সেই ভাবে না পেলেও দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসিন (১৭৩৩-১৮০৯) যেভাবে তাঁর গোটা জীবন ধরে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার চর্চার ভেতর দিয়ে নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন, তার বিচার বিশ্লেষণ করে বলতে হয় যে , তিনি হলেন আধুনিক ভারতের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ।

১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় আসেন। জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তা এবং দর্শনের ক্ষেত্রে রামমোহন বাংলা তথা ভারতের অতীতের সামাজিক পরিকাঠামোর খোলনলচে বদলে ফেলবার প্রাথমিক কাজ, যেটি হাজি মহঃমহসিন শুরু করেছিলেন, সমসাময়িক কালে সেই টিকে একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডিরোজিও, সেই গোটা পর্যাক্রমের ভিতরে যেন একটি যোগসূত্র রচনা করেছিলেন।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের উৎসমুখে অন্যতম প্রধান কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছিলেন জিরোজিও। মাত্র ১৭ বছরের এক তরুণ শিক্ষক, যাঁকে আমরা বলতে পারি , নব যুগের প্রবর্তক, যাঁর আমরা অভিহিত করতে পারি বাংলার সক্রেটিস হিসেবে। আধুনিক ভারতের মানব বিপ্লবের তীর্থকেন্দ্র হলো হিন্দু কলেজ। আধুনিকতার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা কীর্তিস্তম্ভ হলেন মানব বিপ্লবের তীর্থকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান রচয়িতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

একটা প্রচন্ড ভূমিকম্প সামাজিক ক্ষেত্রে যে ধরনের অদলবদল ঘটাতে পারে না, তেমনটাই অদলবদল ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছেন বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে এই ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা,যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত। নয়া বাংলার আধুনিক চিন্তা চেতনার তাঁরা অগ্রদূত।

১৯১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ১৮২৬ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ডিরোজিও। জন্ম পরিচয় ইউরোপীয় হলেও বাংলার এবং বাঙালি সমাজের জন্য ডিরোজিওর অবদানের জন্যে তাঁকে সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঙালি হিসেবে অভিহিত করতে পারা যায়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর বিপর্যয়ের পর মুর্শিদাবাদ থেকে সব কিছু সরতে শুরু করেছে তখন । নতুন সিল্প শহর কলকাতা, নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার প্রাণচাঞ্চল্যে তখন সবে মুখর হতে শুরু করেছে। সামন্ততন্ত্রকে খানিকটা পাশ কাটিয়েই নতুন করে গড়ে উঠেছে ধনতন্ত্রে নয়া পরিকাঠামো। শিল্প সভ্যতার এক ধরনের ইমারত, এইরকম একটি সময়ের ভেতরে উচ্চবিত্ত জমিদার, সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির ভেতর বিদ্যাচর্চাতে আগ্রহী এবং অত্যন্ত বেশি রকমের ঐশ্বর্যবান তরুণরা তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র।

ডিরোজিওর চিন্তাধারার আধুনিকতায় এই ছাত্রেরা ক্রমশ মুগ্ধ হচ্ছেন তখন। মন মানসিকতার ঔদার্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশচাত্য সাহিত্য ও মননে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে ডিরোজিওর এই সব ছাত্রেরা,যাঁরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত, বাংলার সামাজিক ইতিহাসে তখন ধীরে ধীরে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। এঁদের ভেতরে আছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাগোপাল ঘোষ, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, যাদব ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, সূচনা ঘটেছিল। সমসাময়িক বাংলায় বা ভারতেই শুধু নয়, পরবর্তীকালে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, আত্মজাগরণ এবং চিত্র জাগরণের যে আলোকমালার জ্যোতি ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ পেয়েছে, তা প্রথম জ্বলেছিল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ভেতর থেকে।

লালবিহারী দে লিখছেন, এই সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কলকাতার সেরা তরুণদের নিয়ে তৎকালীন প্রধান প্রধান সামাজিক নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার, রক্ষনশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই ছিল থাঁদের আলোচনার মূল সুর (বি কালেকশন অফ আলোকজান্ডার ডাফ, লালবিহারী দে, পৃষ্ঠা ২৫) কেবলমাত্র বাঙালি বা ভারতবাসীর কাছে নয়, আধুনিক বিশ্লেষ প্রতিটি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষের কাছেই ডিরোজিও হলেন একটি প্রতীকী চেতনা। বাংলার নবজাগরণে, বিশেষ করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক শিক্ষা, দেশপ্রেম, আধুনিকতার চর্চা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আর উদার মানসিকতার উৎস স্থল হিসেবে, আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতোই হল ডিরোজিওর অবস্থান।

ডিরোজিওর আগে বাঙালির মনন এবং দর্শনে অন্য কোন সংগঠন বা ব্যক্তি এভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে কি না, তা তর্কসাপেক্ষ বাংলা তথা ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের প্রথাবদ্ধ প্রাচীন চিন্তাভাবনার ভিতে যে আলোড়ড় তুলেছিলেন ডিরোজিও, সেই বিরোধিতা এবং বিদ্রোহী মনন, তা যেন ছিল, প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্পের মতো একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

ডিরোজিও এবং ডিরোজিয়ানরা আধুনিক মননশীলতার কাছে জীবন জিজ্ঞাসা এবং আত্মবিজ্ঞাসাকে তীব্রতর করে তোলার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। আধুনিক বিশ্ব জগত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে আমাদের মন, মানসলোক এবং চিন্তা চেতনার পরিব্যপ্তিতে একটি সুসংবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞানসম্মত চেতনার মিলনের ক্ষেত্রে ডিরোজিও এবং তার শিষ্যরা হলেন কার্যত ধ্রুবতারা।

ডিরোজিও যেন এক বন্দি প্রমিথিউসকে প্রমুথ করেছিলেন। হাজার বছরের অন্দকারে আবদ্ধ দরজা খুলে দিয়েচিলেন। আলোর মিছিলে তিনি যেন আমাদের এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। উপহার দিয়েছিলেন এক উজ্জ্বল আকাশ। শত শত বছরের ধর্মীয় গোঁড়ামির বৃত্ত ভেঙে, অনাচার, অন্ধবিশ্বাস, অন্ধবিচার কুসংস্কারের অচলায়তনকে খানখান করে দিয়ে, সতীদাহ, বাল্যবিবাহর, বহুবিবাহ, গৌরিদান, নরবলি, অন্তর্জলী যাত্রার অন্তর্জল কেটে, ডিরোজিয়ানরা, প্রমিথিউসের সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানপিপাসা, যুক্তি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাদেশের প্রতি অনুরাগ উদার মানসিকতা, সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিক চেনার ভেতর দিয়ে এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের প্রেক্ষিতেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার আঙ্গিকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের নতুন করে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে ডিরোজিও যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনটা কিন্তু কোন বারতীয় সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে, তার আগে করেননি। ইংরেজ যে বিদেশি শাসক, আর ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ, ডিরোজিও এটি নিজে উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির চেতনাকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আগ্রত করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক খোলসকে ভেঙে চুরমার করে, পরাধীনতার আর ঔপনিবেশকি শাসন এবং শোষণ থেকে নিজেদেরকে বের করে এনে নতুন এক ধরনের স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, দেশের জনগণ, ভারতবর্ষের বুকে মাথা তুলবে, এই স্বপ্নের জাল বিস্তার ডিরোজিওর ভূমিকা ঐতিহ্যসিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার এই সুসংবদ্ধ চিন্তা প্রথম করেছিলেন ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণ। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন নিতান্ত উপর যারা বিচার করেন, তারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে সৈন্য সরিয়ে নাও। অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগ বদলে যাচ্ছে এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা ডিরোজিওর চরিত্রে একটিবারের জন্যে ও দেখেতে পাওয়া যায় না। দেশপ্রেম, দেশের মানুষের জন্য, দেশীয় আঙ্গিকে আধুনিক শিক্ষার দাবি, মাতৃভূমির উন্নতির দাবি, মাতৃভাষার উন্নতি দাবি---এগুলির পক্ষে সচেতনতা তৈরীর জন্য উনিশ শতকের নবজাগরণের কালে, কোনরকমের পারস্পরিক দ্বৈততা ছাড়াই সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন ডিরোজিও।

এই দাবিগুলি কিন্তু ডিরোজিয়ানদের ভেতরে প্রথম জাগ্রত হয়। সেই দাবিগুলি ডিরোজিও তাঁর শিষ্যাদের মধ্যে প্রসারিত করেছিলেন। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক ইংরেজবিরোধী, জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রেও ডিরোজিওর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার সঞ্চারণ আমাদের কেবল নবজাগরণের ইতিহাসচর্চার প্রেক্ষিতেই নয়, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার আঙ্গিকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নতুন করে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে ডিরোজিও যে আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তেমনটা কিন্তু কোন ভারতীয়, সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে, তার আগে করেননি। ইংরেজ যে বিদেশি শাসক, আর ভারতবর্ষ একটি পরাধীন দেশ, ডিরোজিও একটি নিজে উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির চেতনাকে তাঁর শিষ্যাদের মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ও অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

> মধ্যকালীন ভারত যে কোন অবস্থাতেই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না, সেটি অত্যন্ত জোরের সাথে বলবার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার বুকে ঐতিহাসিক ভূমিকা ডিরোজিও এবং তার সতীর্থরা পালন করেছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ডিরোজিয়ানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই আমাদের শাসকশ্রেণির মতলব ছিল, আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা। আর স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার এক এবং একমাত্র কারণ। তাই আমাদের প্রস্তাব প্রথমত, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)

রামমোহন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের এশিয়াটিক সোসাইটি তেকে প্রকাশিত " On Raja Rammohan Roy"-তে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সিরাজদৌলার উদ্দেশ্যে ইংরেজের আরেপিত, 'অন্ধকূপ হত্যা'র রোমহর্ষক বিবরণের বই অনুবাদন করেন বিদ্যাসাগর। আর ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময়কালে মুসলমান সমাজের জন্য সেই মুহূর্তে ঢাকা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এই ধরনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সামন্ততন্ত্রিক খোলসকে ভেঙে চুরমার করে, পরাধীনতা আর ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ থেকে নিজেদেরকে বের করে এনে, নতুন এক ধরনে স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, দেশের জনগণ, ভারতবর্ষের বুকে মাথা তুলবে, এই স্বপ্নের জাল বিস্তার ডিরোজিওর ভূমিকা ঐতিহাসিক।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার এই সংসদ্ধ চিন্তা প্রতম করেছিলেন ডিরোজিও এবং তার শিষ্যগণ। শিবনাথ শাস্ত্রীক লিখছেন নিতান্ত উপর যারা বিচার করেন, তারও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতকে পরাধীন রাখা সম্ভব হয়েছে। সৈন্য সরিয়ে নাও। অমনি দেখবে ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরাগ বদলে যাচ্ছে (শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)।

'গরিব ভারতবাসীর কষ্টার্জিত অর্থ কেন কেটে নেওয়া হবে? তারা নিরন্ন, অর্ধ উলঙ্গ থাকবে, আর বিদেশর শাসন-শোষণের বিজাতয় লোকেদের মাহাত্মা কীর্থনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হবে কেন? ডিরোজিওর মত এই প্রকাশা উক্তি করবার সাহস নবজাগরণের যুগে খুব কম মানুষের ছিল (আর্যদর্শন, ২ য় সংখ্যা,

ডিরোজিওর প্রভাব তাঁর শিষ্যমণ্ডলের উপর কতখানি গভীর ছায়া বিস্তার করেছিল, তা বুঝতে পারা যায়, সেই সময়কালে, 'শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষে, শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা থেকে।

এই প্রতিযোগিতায় ডিরোজিওর শিষ্য তথা হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাশ চন্দ্র দত্ত, তখন তিনি মাত্র ১৬ বছরের এক বালক, অংশগ্রহণ করেন। ১৮৪৫ সালে, ৪৮ ঘণ্টার রোজনামতা নামক একটি প্রবন্ধ লিখে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটিতে কৈলাশ চন্দ্র লিখেছেন, আজকের যুগে (অর্থাৎ বিশ, শতকের চারের দশকের যে কল্পিত ভাবনার কথা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছিল), সশস্ত্র সংগ্রামের ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের বর্বরতা এবং লোমহর্ষক অত্যাচারের কথা। এই জর্জরিত উৎপীড়িত হয়ে ভারতবর্ষের মানুষেরা এক সশস্ত্র গণসংগ্রাম করেছেন। আর সেই গণসংগ্রামের ভেতর দিয়েই তারা বড়লাট লর্ড কেলা বচারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, দেশমাতৃকার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের নিয়ে, একটি বিপ্লবী জাতীয় সরকার তৈরি।

এই কার্যক্রম বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একদম শেষ লগ্নে এসে কৈলাসচন্দ্র লিখছেন কিভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলো। কেন ব্যর্থ হলো। আর তরুণ বিদ্রোহী বাঙালি নেতার মৃত্যুদণ্ড কিভাবে সমকালীন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করল। এইসবের এক অসামান্য বিবরণী কল্পিত সেই ঘটনাক্রমের শেষপর্বে দণ্ডিত বাঙালি নেতা, ফাঁসির মঞ্চে উঠে দেশমাতৃকার জন্য স্বাধীনতার জন্য, জনগণের মুক্তির জন্য, প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহৎ কাজ কিছু হতে পারে না—এই যে আপ্তবাক্য, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, এই লেখার মধ্যে থেকে যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষম সম্বন্ধে ভারতবাসীকে অবহিত করার যাবতীয় কৃতিত্বও ইতিহাসের গবেষকেরা দাদাভাই নওরোজি সহ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে নেতৃত্বকে দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ১৮৩৩ সালে সনদ গৃহীত হবার দু'বছরের ভেতরেই, বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে কোটি টাকার রাজস্ব, ইংল্যান্ডে পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন ডিরোজিও।

এই প্রেক্ষিত আলোচনা করে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যেরা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন, বাংলা তথা ভারত থেকে অর্থ বিদেশে চালান দেওয়ার ঘটনা কিন্ত আগামী বছরগুলোতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বাংলার মানুষের থেকে শোষণ করা এই টাকা, বিদেশে রপ্তানি করা হলেও সেই টাকা দিয়ে বিদেশের সমৃদ্ধি হলেও, তার ভগ্নাংশ কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্গতির অবসানের জন্য খরচ করা হচ্ছে না। ভারতবর্ষের মানুষদের রাস্তাঘাট নির্মাণ থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন স্বাস্থ্যকর, জনকল্যাণকর বিষয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষিত আলোচনা ভেতর দিয়ে এটাই প্রতিয়মান হয় যে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, উনিশ শথকের নবজাগরণের মধ্যেভাগে ভারতবাসীর ভেতর একটি সচেতনতা তৈরি এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে ডিরোজিও এবং তাঁর ছত্রীরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পর্যায় ঘিরে পর্যলোচনা করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিন্তা চেতনার উন্মেষের অন্যতম আদিগুরু হিসেবে বর্ণনা করতে পারা যায় ডিরোজিওকে।

ইয়ং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ইংরেজরা ভারতবর্ষে কবার আগে এই ভারতবর্ষ বর্বরতা যুগে ছিল, এইটা ইংরেজরা ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের সামনে প্রচার করে থাকে। এই অসত্য প্রচারের অধিকার তাঁদের কে দিয়েছে?---এই প্রশ্ন ইয়ংবেঙ্গলের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছিল।

তাঁরা খুব স্পষ্টবাবেই বলেছিলেন যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে অধিকার করবার আগে ভারতবর্ষের শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত দেশ ছিল। আমেরিকা দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন, ইংরেজদের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে, স্বামীধনতা অর্জন করতে পারলে, ভারতবর্ষ এই দুর্গতির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

মধ্যকালীন ভারতের সমন্বয়ী তেচনা ধ্বংসের ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রেখাটিকে তীব্র করে, ইংরেজ, বিভাজন ও শাসনের যে প্রক্রিয়া চালিয়েছিল, সেই প্রক্রিয়াটিকে কিন্তু মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা প্রথম নিয়েছিলে ডিরোজিও ও তার সহকর্মীরা।

মধ্যকালীন ভারত যে কোন অবস্থাতেই অন্ধকার নিমজ্জিত ছিল না, সেটি অত্যন্ত জোরের সাথে বলবার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার বুকে ঐতিহাসিক ভূমিকা ডিরোজিও এবং তার সতীর্থরা পালন করেছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ডিরোজিয়ানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল---ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই আমাদের শাসকশ্রেণির মতলব ছিল, অমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা । আর স্বাধীনতাহীনতাই আমাদের সমস্ত দুর্দশার এক এবং একমাত্র কারণ। তাই আমাদের প্রস্তাব প্রথমত, দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য আমাদের প্রথমত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দেশকে ভালবাসতে হবে। দেশের ভিত্তি এবং সেই ঐক্যের ভিত্তিতে একটা শক্তিতে পরিণত করে, সবটাকে পরিচালিত করতে হবে জাতীয় কল্যাণের পথে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেরও অনেক আগে ইয়ং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে এই উচ্চারণ কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ বিতাড়ণের প্রথম ডাক বলে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে চিহ্নিত করা যায়।

ডিরোজিওর চিন্তাধারায়, নিজেদের চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত করে, তাঁর শিষ্যরাই প্রথম ভারতীয়, যাঁরা যুক্তিবাদের সাহায্যে অত্যন্ত স্পষ্টবাবে ঘোষণা করেছিলেন---গঙ্গার পবিত্রতায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

তাঁরা বলেছিলেন, পুজোর ঘরে মন্ত্রোচ্চারণের নামে ইলিয়াডের অংশবিশেষ আবৃত্তি হলো অনেক বেশি মানসিক শান্তির পক্ষে ইতিবাচক। প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন, এটা কি ত্য নয় যে আমাদের শাস্ত্রে নারী শিক্ষা নিষিদ্ধ? খেলাখুলিভাবে না হলেও অনুমোদিত নয়, এমন কোনো অনুশাসন যদি শাস্ত্রগ্রন্থে থাকে, তবে সে শাস্ত্রগ্রন্থ কে আমি পদদলিত করি। এই কথা বলোর মত সাহাস এবং স্পর্ধা কিন্তু দেখতে পেরেছিলেন ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যেরা। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা পেতে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবেঃ শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এই ডিজিটাল বাংলাদেশের সম্পূর্ণ সুবিধা পেতে হলে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সবার জন্য নিরাপদ ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি সোমবার জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কেবিনেট কক্ষে পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স, ডিজিটাল ইকোনমি ও মিডিয়া ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম আয়োজিত ”গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট অ্যান্ড সামিট অফ দ্য ফিউচার ২০২৪” শীর্ষক পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু”র সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হক এবং বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও এন্ড কমিউনিকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচ এম বজলুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ইউএনডিপি”র আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম। এছাড়াও বিটিআরসি”র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার, নিরাপদ সড়ক চাই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান চলচ্চিত্রাভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, ই-ক্যাব এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ তমালসহ, চলচ্চিত্রাভিনেতা ফেরদৌস আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জাতিসংঘের ৭৫তম অধিবেশনে মহাসচিব অ্যান্টনিও গুটারেস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জলবায়ু সমস্যা এবং ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের কথা বলেছেন। এ প্রেক্ষিতে গ্লোবাল ডিজিটাল কমপ্যাক্ট গড়ার লক্ষ্যে আগামী ২০২৪ সালে ওয়ার্ল্ড সামিট অনুষ্ঠিত হবে। স্পীকার বলেন, ওয়ার্ল্ড সামিট উপলক্ষে পার্লামেন্টারিয়ান ককাস অন ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ডিজিটাল ইকোনমি, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামসহ বিভিন্ন সংগঠন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। তিনি বলেন, সংসদ সদস্যসহ এনজিও, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এই সভাতে ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল মিডিয়াতে নারী, শিশুসহ বিভিন্ন বিশিষ্টজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংসদীয় ককাসে সংসদ সদস্যসহ বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, সংসদীয় ককাস আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আলাপ আলোচনাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্পীকার বলেন, শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করতে খেলার মাঠ, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে সিটি কর্পোরেশনকে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি বলেন, শিশুদের ইন্টারঅ্যাকটিভ কার্যক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে ডিজিটাল গ্যাজেটের প্রতি আসক্তি কমাতে হবে। এসময় সভায় সংসদ সদস্যসহ আমন্ত্রিত সকলে কার্যকর আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। স্পীকার সময়োপযোগী এ সভার জন্য ইউএনডিপিসহ আয়োজকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এ বৈঠকে সংসদ সদস্য বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, অসীম কুমার উকিল, পঙ্কজ দেবনাথ, ফখরুল ইমাম, আহসানুল ইসলাম টিটু, এম এ মতিন, গোলাম কিবরিয়া টিপু, আরমা দত্ত, অপরাজিতা হক, মমতা হেনা লাভলী, শিরিন আক্তার, বাসন্তী চাকমা, সৈয়দা জাকিয়া নূর, আদিবা আনজুম মিতা, আফরোজা হক, নাহিম রাজ্জাকসহ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফাউন্ডেশনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, দেশবরেণ্য সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সোনাজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোনাজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে অভিনন্দন জানালেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন, "অভিনন্দন অভিনন্দন অভিনন্দন। চিনের গোয়াংজুতে আয়োজিত এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই প্রথমবার এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেটে সোনা জিতল ভারত।

সমগ্র দেশকে গর্বিত করার জন্য অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর সহ সোনাজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বিশেষ করে অভিনন্দন জানাই বাংলা তথা দেশের গর্ব তিতাস সাধুকে, ফাইনালে বিধ্বংসী বোলিং করার জন্য।

উল্লেখ্য, অনূর্ধ-১৯ মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালেও ম্যাচের সেরা পুরস্কার পেয়েছিলেন বাংলার মেয়ে তিতাস সাধু। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিতাস সাধুকে কয়েক দিন আগে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সম্বর্ধিত করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা উপহার দেন। অভিনন্দন জানাই স্মৃতি মান্ধানা ও জিমাইমা রড্রিগেজকেও।"

বড়মুড়ায় জাতীয় সড়কের পাশে টিএসআর জওয়ানদের হাতে উদ্ধার অজগর

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বড়মুড়ায় জাতীয় সড়কের পাশে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে অজগর উদ্ধার করলেন টিএসআর জওয়ানরা।

আজ সোমবার সকালে বড়মুড়া এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশের পরিষ্কার করার জন্য একদল টিএসআর সহ এসডিপিও প্রসূনকান্তি ত্রিপুরা সেখানে যান। এ সময় হঠাৎ জাতীয় সড়কের পাশে বৃহৎ আকারের একটি অজগর সাপের সন্ধান পান জওয়ানরা।

পরে সযত্নে অজগরটিকে উদ্ধার করে বড়মুড়ার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেন প্রসূনকান্তি ত্রিপুরা সহ অন্যান্য টিএসআর জওয়ানরা। গোটা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রথমে দাবি করেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখেই জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করছেন তাঁরা। সাপ উদ্ধারের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। যেহেতু সাপটার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ঘন জঙ্গল, তাই তাকে উদ্ধার করে সযত্নে ঘন জঙ্গলেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকায় অভিনন্দন মমতার

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এশিয়ান গেমসে ভারতের জয়ের ধারা অব্যাহত থাকায় এক্স হ্যাণ্ডেলে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার দুপুরে তিনি লিখেছেন, "হাংঝুতে (চিন) চলমান ১৯ তম এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় দিনে ভারতের জয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে। পদক সংখ্যা এখন ১০! রুদ্রাঙ্কশ বালাসাহেব পাতিল, ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমর এবং দিব্যংশ সিং পানওয়ারকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল পুরুষদের দল ইভেন্টে আজ একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন এবং প্রথম স্বর্ণপদক জয় করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন।

পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতার জন্য আবার ঐশ্বরী প্রতাপ সিং তোমারকে সাধুবাদ। পুরুষদের ২৫ মিটার র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তল ইভেন্টে দেশের হয়ে আরেকটি ব্রোঞ্জ জেতার জন্য আদর্শ সিং, অনীশ ভানওয়ালা এবং বিজয়বীর সিধুকে শুভেচ্ছা। রোয়িংয়ে আরও দুটি ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার জন্য

ডেঙ্গু প্রতিরোধে জেলাগুলিকে পাঁচ দফা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যজুড়ে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুও ঊর্ধমুখী। উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। আর তা সামাল দিতে সোমবার, ছুটির দিনেও নবান্নে ডেঙ্গু নিয়ে হয়ে গেল জরুরি বৈঠক। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জেলাগুলিকে পাঁচ দফা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীর নেতৃত্বে দুটি পর্য্যায়ে বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠকে উদ্বেগের শীর্ষে থাকা চার জেলাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরে সবক'টি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যসচিব।

সোমবার করম পুজো উপলক্ষে এ বছর থেকেই চালু হয়েছে সরকারি ছুটি। কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে থাকায় ছুটির দিনেই নবান্নে বৈঠক সারলেন মুখ্যসচিব। মশাবাহিত রোগের সবচেয়ে বেশি প্রকোপ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি জেলায় ।এছাড়া দমদম ও বিধাননগর পুরসভা এলাকার পরিস্থিতিও খারাপ। সেই কারণে পুরসভাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকেও যুক্ত করতে হবে ডেঙ্গু সংক্রমণ রুখতে। জমা জল বের করার জন্য পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যপরীক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। এছাড়া প্রাথমিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাবধানতা অবলম্বনের কথা ফের মনে করিয়ে দেন মুখ্যসচিব। জ্বর হলে বারবার থার্মোমিটারে শরীরের তাপমাত্রা মাপা, প্যারাসিটামল ও প্রচুর জল পান করার মতো প্রাথমিক চিকিৎসা বাড়িতেই করতে হবে।

শারীরিক অবস্থায় এর চেয়ে খারাপ হলে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে রোগীকে। সময়মতো স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমেই ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করার পরামর্শ নবান্নের। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্নতায়।

কর্মীদের মহাকুম্ভে যোগ দেওয়ার পর ভোপাল থেকে রওনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভোপাল, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিজেপি কর্মীরা মহাকুম্ভে অংশ নেওয়ার পরে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার বিকেলে একটি বিশেষ বিমানে রাজস্থানের জয়পুরের উদ্দেশে রওনা হন।

সরকারি বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিদায় জানান রাজ্যের নারী শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী মহিলারা ও জনপ্রতিনিধিরা। সোমবার ভোপালের জাম্বরি গ্রাউন্ডে আয়োজিত বিজেপি কর্মীদের মহাকুম্ভে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এখানে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন, আদিবাসী চিত্রশিল্পী পদ্মশ্রী ভূরিবাই, আন্তর্জাতিক কথক নৃত্যশিল্পী অনুরাধা সিং, সেবা ভারতী বৃদ্ধাশ্রমের মাধুরী মিশ্র, প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী থেকে অবধেশ দিদি, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার অরুণা মোহন রাও, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার জয়শ্রী কিয়াওয়াত, প্রখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ড. শ্রদ্ধা ভারতী আগরওয়াল, অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক সৌম্য তিওয়ারি,আরজে অনাদি, প্রভাবশালী রোলি ভার্মা, সাইক্লিস্ট মুসকান রঘুবংশী, পর্বতারোহী আশা মালভিয়া, গায়িকা ফাল্গুনী পুরোহিত,সমাজকর্মী সঙ্গীতা পালোদ, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার বিজয়ী সাধনা বালওয়াতে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী মধুমিতা নাকভি, ডঃ নুসরাত মেহেন্দি, মিতা ওয়াধওয়া এবং জনপ্রতিনিধিরা।

ইস্টবেঙ্গলের সোমবারের খেলাতেও বাড়তি মেট্রো

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্যও সুখবর। যুবভারতী স্টেডিয়ামে আইএসএল লাল-হলুদে ব্রিগেডের প্রথম ম্যাচের আগে সুখবর শোনাল কলকাতা মেট্রো। ম্যাচ দেখতে সল্টলেক স্টেডিয়ামে যাওয়া সমর্থকদের বাড়ি ফেরার কথা ভেবে বাড়তি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় বিশেষ দুটি ট্রেন চালানো হবে রাতে। রাত ১০ টা ৩০ মিনিট ও রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থেকে ছাড়বে দুটি মেট্রো। যেগুলো যথাক্রমে রাত ১০ টা ৩৭ ও রাত ১০ টা ৪৭ মিনিটে শিয়ালদা মেট্রো স্টেশনে গিয়ে পৌঁছবে।

সোমবার জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে এবারের আইএসএল অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। রাত ৮ টা থেকে শুরু ম্যাচ। খেলা শেষে শহরতলি বা তুলনামূলক দূর-দুরান্ত থেকে ম্যাচ দেখতে আসা সমর্থকরা যাতে সল্টলেক থেকে ভালভাবে বাড়ি ফিরতে পারেন, সেই কথা মাথায় রেখে বাড়তি মেট্রোর ব্যবস্থা।

কলকাতা মেট্রোর তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, গ্রিন লাইনে (ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো) ২৫ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের জেরে রাতে বাড়তি দুটো মেট্রো চলবে। সল্টলেক স্টেডিয়াম থেকে রাত সাড়ে ১০ টা ও রাত ১০ টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে ৭ মিনিটের ব্যবধানে তা পৌঁছবে শিয়ালদা স্টেশনে। মাঝের ফুলবাগান স্টেশনেও থামবে মেট্রো দুটি। এর আগে মোহনবাগান ম্যাচের দিনও চলেছিল বাড়তি মেট্রো।

নাইজার থেকে রাষ্ট্রদূত ও সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা ফ্রান্সের

প্যারিস, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নাইজার থেকে নিজেদের রাষ্ট্রদূত ও সেনা সদস্যদের সরিয়ে নিচ্ছে ফ্রান্স। নাইজারের সেনাবাহিনী দেশটির ক্ষমতা দখলের পর দেশটির সঙ্গে ক্রমাবনতিশীল সম্পর্কের ধাবাহিকতায় এই পদক্ষেপ নিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ফ্রান্সের এই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে নাইজারের সামরিক সরকার।

এছাড়াও নাইজারকে সকল ধরনের সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করারও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এক টিভি সাক্ষৎকারে ম্যাক্রোঁ বলেন, ফ্রান্স (নাইজার থেকে) তার রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং বেশ কয়েকজন কূটনীতিক ফ্রান্সে ফিরে আসবেন।

তিনি বলেন, আসন্ন সপ্তাহ বা মাসগুলোতে ফরাসি সৈন্যরা নাইজার থেকে ফিরে আসা শুরু করবেন, এ বছরের শেষ নাগাদ পাকাপাকি ভাবে চলে আসবেন এবং দেশটির সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার ইতিটানা হয়েছে। খবর আল জাজিরা।

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে প্রায় দেড় হাজার ফরাসি সৈন্য রয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাজধানী নিয়ামেতে ফরাসি উপস্থিতির বিরুদ্ধে কয়েক মাসের বিক্ষোভের পর প্যারিস তার সিদ্ধান্ত জানালো ।নাইজারের সামরিক সরকার ফ্রান্সের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা বলেছে, এই রোববার আমরা নাইজারের সার্বভৌমত্ব অর্জনের পথে নতুন এই যাত্রাকে উদযাপন করছি। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যা নাইজারের জনগণের সংকল্প এবং ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ করে।

এর আগে গত মাসে নাইজারে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সামরিক জান্তা। যদিও নাইজারে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সেই নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জনিয়েছিলেন।

অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

রঙিয়া (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কামরূপ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতার বাড়িতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ভবেশ কলিতার মাতৃ বিয়োগের খবর শুনে আজ সোমবার তাঁর বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এখানে ভবেশ কলিতার মা সদ্যপ্রয়াত যমুনা ডেকার প্রতিচ্ছবিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তিনি। এর পর ঘরে বসে ভবেশের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।ভবেশ কলিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র জালুকবাড়ির বেজেরায় যান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বেজেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন তিনি। বেজেরা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় হিসেবে পুনর্নির্মাণ করে বিদ্যালয়ের মহারজত জয়ন্তীতে একটি সুন্দর বিদ্যালয়গৃহ উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভমান-শার্দূলকে বিশ্রাম দিল টিম ম্যানেজমেন্ট

রাজকোট, ২৫ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আর কয়েকদিন বাদেই বিশ্বকাপ। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচে শুভমান গিল ও শার্দূল ঠাকুরকে বিশ্রাম দেওয়া হল। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বুধবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। ভারত তিন ম্যাচের সিরিজ এগিয়ে রয়েছে ২-০ ব্যবধানে। এমন একটা ম্যাচে ফিরছেন বিরাট কোহলি-কুলদীপ যাদব। তাই শুভমান ও শার্দূলকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। অজিদের বিরুদ্ধে আগামী ৮ অক্টোবর কাপ যুদ্ধের অভিযান শুরু করার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য গুয়াহাটিতে যোগ দেবেন শুভমানরা।

এশিয়ান গেমস থেকে সোনা আনলেন তিতাস-রিচারা

হানঝাউ, ২৫ সেপ্টেম্বর(হি.স.): ভারতের ঝুলিতে এল আরও একটি সোনা। সেই সোনা এল মেয়েদের ক্রিকেট থেকে। সোনা জিতল হরমনপ্রীত কৌরের টিম।

ভারতের ১১৬-৭ রানের জবাবে ৯৭-৮এ শেষ শ্রীলঙ্কা। পশ্চিমবঙ্গের তিতাস সাধু বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। এদিন সফল বাংলার উইকেট কিপার রিচা ঘোষও। ২০১০ ও ২০১৪ সালে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেট থাকলেও ভারত অংশ নেয়নি। প্রথম বার এশিয়ান গেমসে নেমেই ফাইনালে খেলল ভারতের মেয়েরা।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ডেপুটি মেয়রের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে শহর পরিদর্শনে নেমে সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

সোমবার করম পুজো উপলক্ষে সরকারি ছুটি হলেও সকাল থেকেই দক্ষিণ কলকাতার ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকাগুলিতে যান তিনি। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর, বাঘাযতীন, বিজয়গড় এলাকা পরিদর্শন করে যেমন ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করলেন, তেমনই প্রশাসনিক গাফিলতি চোখে পড়তেই ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন প্রশাসনের ওপরেই।

ডেপুটি মেয়র যান বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি ও পরিবেশ দেখে ক্ষোভ উগরে দেন অতীন। পরিস্থিতি দেখে এতটাই ক্ষুব্ধ হন ডেপুটি মেয়র, যে সেখানে দাঁড়িয়েই হাসপাতাল সুপারের বিরুদ্ধে সরাসরি স্বাস্থ্য ভবনে অভিযোগ জানানোর কথা বলেন তিনি।

সেখানেই ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, স্থানীয় পুর প্রশাসনের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর পর বিজয়গড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও যান তিনি।

বেলাকোবায় দোকানের শাটারের তালায় বাঁধা গুলি, চাঞ্চল্য এলাকায়

বেলাকোবা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের ভুটকির হাট এলাকায় দোকানের শাটারের তালায় বাঁধা গুলি। সোমবার সকালে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুলিটি উদ্ধার করেছে রাজগঞ্জ পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল তা নিয়ে শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত ।মাঝিয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুটকি হাটের মগরসুবা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের সুভাষ রায়। তাঁর বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বে সুভাষ রায়ের ছেলে গৌড় চন্দ্র রায়ের একটি স্টেশনারি দোকান রয়েছে। এদিন সকাল আটটা নাগাদ দোকান মালিক গৌড় চন্দ্র দোকান খুলতে গিয়ে দেখেন দোকানের শাটারের তালার সঙ্গে একটি কার্তুজ ঝোলানো রয়েছে। খবর চাউর হতেই এলাকায় ভিড় জমে যায়। ঘটনাস্থলে আসেন তার বাবা পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়। খবর দেওয়া হয় রাজগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে কার্তুজটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দোকান মালিকের বাবা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়ের অনুমান এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করার জন্যই কেউ বা কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। এর পেছনে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে রাজগঞ্জ থানার আইসি পঙ্কজ সরকার জানিয়েছেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি বন্দুকের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। কার্তুজটি কোন আগ্নেয়াস্ত্রের এবং জীবিত না মেয়াদ উত্তীর্ণ সেই বিষয়টি তদন্তের পরই জানা যাবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বাঁধ ভেঙে প্লাবিত গাজোল ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম, চলছে উদ্ধারকার্য্য

গাজোল, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টিতে মালদার টাঙন নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বেশ কয়েকটি গ্রাম। বাঁধ ভেঙে প্রবল গতিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে বসতি এলাকায়। জলের তলায় চলে যেতে বসেছে একের পর এক গ্রাম। তলিয়ে গেছে ফসলের জমি। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন চাপ নগর এবং শালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষেরা। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ নৌকো না থাকার জন্য উদ্ধারকার্য্য চালাতে যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বন্যাকবলিত এলাকার মানুষজন এবং গবাদি পশুগুলোকে নিয়ে আসা হচ্ছে ত্রাণ শিবিরে।

বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হচ্ছে ত্রাণশিবিরে। বন্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি আমরা ব্লক প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। দুর্গত মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। দুর্গত মানুষদের জন্য বিতরণ করা হচ্ছে ত্রিপল। দেওয়া হচ্ছে শুকনো খাবারও। দুর্গতদের খাবারের জন্য চালু করা হয়েছে কমিউনিটি কিচেন। পাশাপাশি এই দিন সকাল থেকেই গাজোল ব্লক অফিস থেকে বিভিন্ন প্লাবিত এলাকার মানুষদের জন্য চলছে ত্রাণ বিলির কাজ। সব মিলিয়ে গাজোল ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অবস্থা সব থেকে ভয়াবহ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রাত্রে বিছানায় ফোন রেখে ঘুমান ! ডাকছেন মারাত্মক বিপদ

প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে ফোন দেখা অনেকেরই অভ্যাস। বারংবার বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ২ ঘন্টা আগে ফোন ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। না হলে মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে ঘুমের ঘড়িতে। যদি প্রতিদিন রাতে মাথার কাছে ফোন রেখে ঘুমান তাহলে আরো মারাত্মক বিপদ অপেক্ষা করছে।

ফোন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সঙ্গী। অফিসের কাছ থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে স্মার্টফোনে। বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে স্মার্টফোন ছাড়া বহু মানুষের কাছে জীবন অচল। কিন্তু স্মার্টফোন আপনার শরীরের জন্য বিপ্পজনক হতে পারে। আপনি যদি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর সময় স্মার্টফোন মাথার কাছে রেখে ঘুমান তাহলে এই অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করুন।

গবেষণা অনুযায়ী, রাতে ঘুমানোর সময় শরীরের কাছাকাছি স্মার্ট ফোন রাখা অত্যন্ত বিপ্পজনক। এমনকি প্রাণঘাতীও হতে পারে। নেপথ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ। আসলে অধিকাংশ মোবাইলে ব্যবহার করা হয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। যেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ১০০ ধরনের গ্যাস নির্গত হতে থাকে। যা মানুষের শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। যার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের মতো মারাত্মক গ্যাস।

দিনের পর দিন যদি আপনি মাথার কাছে কিংবা আপনার শরীরের কাছে মোবাইল ফোন রেখে ঘুমান তাহলে সাবধান। বিষাক্ত গ্যাস ধীরে ধীরে আপনার শরীরে প্রবেশ করবে। প্রতিদিন যে পরিমাণে ক্ষতিকারক গ্যাস ফোন থেকে নির্গত হয় তা আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু

দীর্ঘদিন ধরে এটা চলতে থাকলে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

রাত্রে ঘুমানোর আগে ফোন অবশ্যই আপনার থেকে অন্তত আড়াই থেকে তিন মিনিট মিটার দূরে রাখবেন। যদি রাত্রে ঘুমানোর সময় আপনার মাথার কাছেই মোবাইল চার্জ কিংবা হেডফোনে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে এই দুটি অভ্যাস দ্রুত ত্যাগ করুন।

খুব ভালো হয়, যদি ঘুমানোর সময় মোবাইল অন্য কোন ঘরের রেখে দেন। দরকার পড়লে দিনের বেলায় ফোনের ফুল চার্জ দিয়ে রাখুন। যদি একান্তই আপনার শোবার ঘরে মোবাইল ফোন রাখতে হয় তাহলে ঘরের অন্তত একটি জানলা খুলে রাখার চেষ্টা করুন। মোবাইলে ব্যবহৃত ব্যাটারি যত নিম্নমানের হবে ততই তা ক্ষতিকারক। এমনকি এগুলো থেকে বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

যদি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোনের ওয়াইফাই চালু রেখে ঘুমান তাহলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই অভ্যাস গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকাশে প্রভাব ফেলে। শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশের বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি রয়েছে ক্যানসারের ঝুঁকি। যারা প্রতিদিন রাতে মাথার কাছে ওয়াইফাই অন করে ঘুমান তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ? বিপদ আসন্ন

ঘুম থেকে উঠতেই কি হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে যাচ্ছে ? তাহলে বিষয়টিকে একেবারেই হালকা ছলে নেবেন না। আপনার অজান্তেই হয়ত আপনার শরীরে বাসা বাঁধছে কোন জটিল রোগ। ঘুম থেকে উঠে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়াকে অনেকেই পাত্তা দেন না। কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঘটনা স্বাভাবিক নাও হতে পারে।

হয়ত এই লক্ষণ গুলি আগাম জানান দিচ্ছে কোন রোগের। হঠাৎ করে হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসে কেন ? কারণটা কি জানেন ? অনেকেই মনে করেন, রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা তৈরি হলে এমনটা হয়। কিন্তু এটি একমাত্র কারণ হতে নয়। এর পিছনে বেশ অনেকগুলি কারণ রয়েছে।

ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাবে এমনটা হতে পারে। যাকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। এই ভিটামিনের অভাবে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হতে পারে, হঠাৎ করে যেন হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসছে। যদি ঘুম থেকে ওঠার পরে এই সমস্যাটি হয় তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। সাধারণত রক্তের শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লে, তার প্রভাব পড়ে হাত পায়ের স্নায়ুতে। প্রথমদিকে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে তার লক্ষণ গুলি প্রকাশ্যে আসে। তাই বিষয়টি হালকা ভাবে নেবেন না।

এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। যখন স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে বাধা তৈরি হয় তখন হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসে। স্নায়ু সঠিক ভাবে কাজ করে না। এছাড়াও রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা হলে হাত পা ঠান্ডা হয়ে অসাড় হয়ে যায়, যাকে বলা হয় রেনডস ডিজিজ।

আপনি যদি সারারাত একই ভাবে ভুল ভঙ্গিতে শুয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে। ধরুন টানা ছয় থেকে সাত ঘন্টা এক পাশ ফিরে ঘুমালেন। আর সেই অংশে শরীরের সমস্ত চাপ পড়ল। এক্ষেত্রেও ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাৎ করে হাত-পায়ের আঙুল মুড়তে অসুবিধা হতে পারে কিংবা অবশ হয়ে আসতে পারে। যদি দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

মিষ্টি আলু খাওয়ার উপকারিতা, মিষ্টি আলুর বিভিন্ন

আমাদের হাত ও পায়ের আঙুল ফুলে যাওয়া কমানো, প্রস্রাবের সমস্যা দূর করা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য মিষ্টি আলুর পাতা এবং মূল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ভিটামিন C ও D এর উৎস হিসেবে মিষ্টি আলুর উপকারিতা:

মিষ্টি আলু ভিটামিন C ও D এর উৎস। ভিটামিন C রোগ প্রতিরোধে এবং ভিটামিন ঙ স্বাস্থ্যকর হাড়, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, ত্বক তথা দাঁতের জন্যও জরুরি। এছাড়াও ভিটামিন C আমাদের দাঁত, হাড় ও কোষ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের কোন ক্ষত সারাতে বা শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের মাধ্যমে ত্বকের নমনীয়তা ধরে রাখার জন্য ভিটামিন C এর প্রয়োজন হয়।

মিষ্টি আলু আয়রনেরও ভালো উৎস হিসেবে পরিচিত। এই সবজি আমাদের শরীরে শ্বেতকণিকা তৈরি করে, রক্তচাপ প্রতিরোধ তথা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা সহ নানাভাবে কার্যকরী।

মিষ্টি আলুতে অন্যান্য খনিজ উপাদানের উপস্থিতি:

মিষ্টি আলুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়ামও রয়েছে। আমাদের দেহের অন্তর্বর্তী রক্ত, হাড় ও মাংসপেশীর সুস্থতায় এবং সুষ্ঠভাবে স্নায়ুর কাজ করার ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর উপকারিতা মিষ্টি আলু প্রাকৃতিকভাবে খেতে মিষ্টি হয়, যা আমাদের রক্তে উপস্থিত চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে প্রাকৃতিক

চিনি গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন কাজের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হয় তথা অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়। তবে মিষ্টি আলুর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে চিনি উপস্থিত থাকলেও তা খুবই ধীরে ধীরে রক্তের সঙ্গে মিশে।

এর ফলস্বরূপ শরীর যে শুধু শক্তির নিয়মিত জোগান পায় যে তা নয়, বরং শরীরে শক্তির ভারসাম্যও সঠিকভাবে বজায় থাকে। মিষ্টি আলুতে বেশ ভালো পরিমাণে আঁশ আছে, এছাড়াও এতে আরো কিছু উপাদান রয়েছে যার কারণে রক্তের সুগার কমাতে এই সবজি বিশেষ উপযোগী।

আমাদের চর্বি কোষগুলো থেকে উৎপন্ন হয় 'এডিপোনেকটিন' নামক প্রোটিন হরমোন, যাদের ডায়েবেটিসের সমস্যা রয়েছে তাদের শরীরে এডিপোনেক্টিন হরমোন কম থাকে, এই মিষ্টি আলুর নির্যাস টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের দেহে এডিপোনেকটিন মান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করে।

পেটের রোগ প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর ভূমিকা, মিষ্টি আলু আলসারেটিভ কোলাইটিসের মত পেটের রোগ প্রতিরোধেও উপকারী। এই সবজির আরও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। গবেষণা অনুসারে মিষ্টি আলুতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আছে এবং সেগুলো প্রদাহসূচকগুলো হ্রাস করতে সহায়তা করে। হৃদরোগ প্রতিরোধ এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে মিষ্টি আলুর ভূমিকা,

মিষ্টি আলু হল ভিটামিন একটি ভালো উৎস। এই সবজি আমাদের দেহে হোমোসাইস্টিন নামক কেমিক্যাল কম করতে সহায়তা করে। এই কেমিক্যালটি হৃদরোগ সহ আমাদের দেহের নানা ধরনের অসুখের অন্যতম কারণ। পটাশিয়াম হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক রাখতে, কিডনি সুরক্ষায় ও একে কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখে। মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এই সবজিতে উপস্থিত ইলেক্ট্রোলাইট হার্টবিট নিয়মিত রাখে। ফুলকপির খাদ্যগুণ ও উপকারিতা রাতকানা রোগ নিরাময়ে মিষ্টি আলুর কার্যকারিতা, রাতকানা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মিষ্টি আলুর উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। এই সবজিটি ভিটামিন সমৃদ্ধ হওয়ায় চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে। ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে মিষ্টি আলু, বিটা-ক্যারটিন হল আমাদের দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। বিটা ক্যারটিন প্রস্টেট ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে এবং মিষ্টি আলুতে বিটা ক্যারোটিন বর্তমান, তাই বলা যায় যে এই সবজি ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক।

দুশ্চিন্তা নিরাময়ক হিসেবে মিষ্টি আলুর ভূমিকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আমাদের দেহে স্বাস্থ্যকর রক্ত, হার্ট, হাড়, পেশী তথা নার্ভ গঠন করতে সহায়তা করে। এছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম মানসিক চাপ, যেকোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে মনকে চিন্তা মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস। একটি মাঝারি আকৃতির মিষ্টি আলুর মধ্যে রয়েছে ৫০০ মিলিগ্রামের মত পটাশিয়াম। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতিদিন পটাশিয়াম গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ২০ ভাগ হ্রাস হয়। উপসংহার আপনি যদি প্রতিদিন সকালে একটি মিষ্টি আলু খান তবে এটি সারা দিন আপনার দেহে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু বিভিন্ন ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন সকালের জলখাবারের সাথে মিষ্টি আলু অবশ্যই রাখা উচিত। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ছাড়াও এই সবজি আপনার চোখ সুস্থ রাখার পাশাপাশি, হৃদযন্ত্র তথা কিডনির জন্যও ভাল। তাছাড়াও মিষ্টি আলু হজমশক্তির উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে। এই সবজিটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে।

আদার বিভিন্ন গুণাবলী

আদার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে। এছাড়াও এতে প্রোটিন, শ্বেতসার , জল, আঁশ , খনিজ পদার্থ ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান। তবে মূলত জিনজেরোল নামক একটি কম্পাউন্ড আদার উপকারীতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

আদা আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। রোজ যদি একটু করে আদা খাওয়ার অভ্যাস করা যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হজম ক্ষমতা অনেকটাই উন্নত হয়ে যাবে। তাছাড়াও প্রতিদিন একটু করে আদা খেলে গ্যাস ও অম্বলের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে একটুকরো কাঁচা আদা আমাদের দেহের হাজারো রোগ-ব্যাধির মুক্তিদাতা। যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি তথা খাওয়ার অনিচ্ছা থেকে শুরু করে হাত ও পায়ের জয়েন্টে ব্যথা, এরূপ সব সমস্যা থেকেই মুক্তি দিতে পারে কাঁচা আদা, কারণ আদা আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আদার ভূমিকা

আদার মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে। মূলত আদা এবং মধুর মিশ্রণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, কারণ এই মিশ্রন আমাদের রক্তে শ্বেতরক্ত কনিকার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য শারীরিক সমস্যার সমাধানে আদার কার্যকারিতা, ১) সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে আদার ব্যবহার আদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে

আমাদের রক্ষা করে। আদা খেলে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি সমস্যা থেকে সহজেই আরাম পাওয়া যায়। তাই আমাদের বাড়িতে কারোর সর্দি কাশি হলে মা-ঠাকুমারা আদা দেওয়া চা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

২) হজমের সমস্যায় আদার উপকারিতা আমাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকালীন বদহজমের সমস্যায় ভোগেন; যার কারণে পেটের উপরিঅংশে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য ভাব, মুখে টক ভাব, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আদা আমাদের পেটের অম্বলজনিত সমস্যা কমায়, ফলে প্রদাহ কমে। তাছাড়া আদা খাবার হজম করার উৎসেচকগুলির নিঃসরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ফলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রান্নায় আদার ব্যবহার বিশেষভাবে স্বাদ বৃদ্ধি করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজমেও সহায়তা করে।

৩) মাসিকের বেদনায় আদার ব্যবহার পিরিয়ড বা মাসিক চলাকালীন অনেক মেয়েদেরই তলপেটে অসহ্য ব্যথা ভোগ করতে হয়। এই যন্ত্রণার কারণে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটে। এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ আদা এই যন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে। এমন সময় আদা চা পান করলে একটু আরাম পাওয়া যায়। তাছাড়াও কয়েক টুকরো আদা যদি গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে, সেই জলে মধু মিশিয়ে খাওয়া হয়,তবেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৪) আদা বমি ভাব কম করতে সহায়ক অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন একটা বমি বমি ভাব লাগে। যাকে আমরা "মর্নিং সিকনেস" বলি। তাছাড়াও অপারেশন অথবা কেমোথেরাপির পর কিছু কিছু মানুষ বমির ভাবের মত কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণে ভোগেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য আদা খেলে উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে। সামান্য পরিমাণে আদার রস খেলে, উপরিউক্ত সমস্যাগুলির হাত থেকে অনেকাংশেই আরাম পাওয়া যায়। একইভাবে কোথাও যাওয়ার সময় বাসে উঠলে যাদের বমি পায়, তাদের মুখে ছোট এক টুকরো আদা ভরে দেখতে পারেন, এই সমস্যা দূর হবে।

৫) অস্টিওআর্থাইটিসের ব্যাথায় উপশম দেয় আদা অস্টিওআর্থাইটিস রোগে আমাদের শরীরে দুটি হাড়ের মধ্যে থাকা জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণে জয়েন্টে ভীষণ রকম ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই অস্টিওআর্থাইটিস নামক রোগটি হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কাঁচা আদা খাওয়া ব্যক্তির অস্টিওআর্থাইটিসের বেদনা, অন্য রোগীদের তুলনায় অনেকাংশে কম। ৬) ওজন কমাতে আদার ভূমিকা অর্থাৎ বডি মাস ইনডেক্স একটি ওজন পরিমাপকারী মার্কার। একজন সুস্থ মানুষের নর্মাল -এর মান ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক। আদা এই এর মান স্বাভাবিক রাখে এবং এরফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। আদায় প্রচুর শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ওজন কম করতে সাহায্য করে। আবার এক গবেষণা অনুযায়ী, যে সকল স্থূলকায় মানুষ নিয়মিত আদা খান, তাঁদের পেট ভর্তি আছে বলে মনে হয়, ফলে ক্যালোরি ইনটেকও কম হয় যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। ৭) হৃদরোগ কমাতে আদার উপকারিতা আমাদের শরীরে নামক এক ক্ষতিকর কোলেস্টেরল থাকে, যার পরিমাণ বেড়ে গেলে আমাদের করোনারি আর্টারিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নামক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আদা উক্ত ক্ষতিকর এর পরিমান কমায় যার ফলস্বরূপ হৃদরোগের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। ৯) ক্যানসার রোধে আদা কার্যকরী

কাঁচা আদায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও জিনজেরল নামক এক উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এই জিনজেরল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসার রোধে সহায়তা করে। আদা খাওয়ার ফলে প্রধানত গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ১০) মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে আদা অ্যালঝেইমার্স রোগ প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ আমাদের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে আমাদের বার্ধক্যজনিত অ্যালঝাইমার্স রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত কারণে স্মৃতিহ্রাসে আদার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগগুলি বাধা দেয়। তাছাড়াও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও আদা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আদা বিশ্বে জাদুকরী বহু গুণের জন্য পরিচিত। রান্নার ক্ষেত্রেও মশলার মধ্যে অন্যতম উপকরণ হলো আদা। খাবার-দাবারে বিভিন্নভাবে এই আদার ব্যবহার করা হয়। আদা খাদ্যে, পানীয় তৈরীতে, আচার তৈরীতে, ঔষধ তথা সুগন্ধি তৈরীতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মনচলি চক্রবর্তীর চার'টি কবিতা

নতুন বছর

নতুন বছর নিয়ে আসে
সবার মনে নতুন আশা
নতুন এক সূর্যের অপেক্ষা
উজ্জ্বল এক দিনের প্রত্যাশা।
নতুন বছরে নতুন কিছুর প্রতীক্ষা।
সবার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনার হোক অবসান
ভালবাসা বিশ্বাস আর শান্তি জীবনে করে নিক স্থান।
আশ্রয় আর দুমুঠো অন্নের
হোক অসহায়েরর সংস্থান।

বাংলার বারোমাস

কাঁচা পাকা আম হাসে সবুজ গাছের ডালে
মাস বৈশাখে,
সূর্যের দাবদাহ উতপ্ত করে জৈষ্ঠ্যমাসের
দুপুরকে।

আষাঢ়ে ঘন কালো মেঘের ভেলা
আকাশে করে খেলা।
শ্রাবণ মাসে ঝমঝম শব্দে
বৃষ্টির স্নিগ্ধ ধারা ঝরে।
কাঠ ফাটা রোদ আর তাল পাকার গন্ধ বয়ে
ভাদ্র মাস আসে।

আশ্বিনে আগমনী গান শুনা যায় মায়ের,
শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা বাতাসে।
কার্তিকে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে
সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপ উঠে জ্বলে।

অগ্রহায়ণ হাসে সোনার ধান আলো করে
কৃষকের গোলা ভরে।
পিঠে পুলি আর খেজুর গুড়ের পায়েসের
গন্ধে মন ভরে উঠে পৌষ মাসে।

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর হিম শীতলতা
আনে মাঘ মাসের ছোঁয়াতে।
ফাল্গুন হাসে বসন্তের আগমনে
পলাশে আর আমের মুকুলে।

সূর্যের তাপ আর চাতকের পিপাসার সাথে
চৈত্রের গাজন চলে।
বারোমাসে বার পরব আর বারোমাসে
বারো জাতের ফল ফুল হাসে।

বারোমাস আসে বাংলার বুকেতে
প্রকৃতির নতুন নতুন রূপেতে।

সারেগামা

সারেগামার সুর
কত মিষ্টি মধুর।
সা ডাকে শোন শোন
রে বলে কেনো?
গা হেসে কয়
মা মধুর সুরে হয়।
পা বলে সুরে গাও
ধা বলে শুনিয়ে যাও।
নি বলে গাইতে যদি নাও পারি
শুনতে তো পারি।
সা হেসে বলে
আনন্দে আমরা একসাথে চলি
আমরা সারেগামারা
একসাথে হাসি খেলি।
ছন্দে তালে হয় সুন্দর মিষ্টি সুর
একসাথে গাইলে লাগে মধুর।

বেড়াল ছানা

বেড়াল ছানা, বেড়াল ছানা
খাবে তুমি দুধের ছানা?
মাংস ভাত নাকি মাছের পোনা?
সেকি কথা, খাবে না কেনো?
চলো আমরা আসি কোথাও ঘুরে
আর কাঁদে না সোনা,খেওনা মাছ আর
চুরি করে।
আয় চলে আয় আমার সাথে
ওই ফুল ফুটেছে গাছে গাছে।
মন খারাপ করে না বেড়াল ছানা
এমনি মিছে মিছে।

‘কুলো’রূপে মাকে পুজো করা শুরু হয়, মা দুর্গা এখানে ‘কুলোপতি’ দেবী

নদিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শান্তিপুরের রায় বাড়িতে শুরু হয়েছে পুজোর প্রস্তুতি। জমিদার পরিবার। তাঁদের দুর্গাপুজো প্রায় ৫০০ বছরের বেশি পুরনো। কিন্তু আজ ক'জনেরই বা জানা, এই পুজোর শুরু হয়েছিল প্রতিমার বদলে কুলো দিয়ে।

পরিবারে তরফে দুর্গাপুজো করার সামর্থ্য না থাকায় ‘কুলো’রূপে মাকে পুজো করা শুরু হয়। এই কথাও নাকি দেবী নিজেই স্বপ্নাদেশে বলেছেন। তার পরে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলে জমিদার পরিবারের তরফ থেকে শুধুমাত্র দেবী দুর্গার মূর্তি বানিয়ে পুজো করা শুরু হয়।

এ কারণেই মা দুর্গা এখানে ‘কুলোপতি’ দেবী নামে পরিচিত। দেবীর রূপ সাধারণই। দশ হাতে অসুর বধ করছেন তিনি। অসুরের চেহারায় রয়েছে বদল। হাতে খড়্গার পরিবর্তে রয়েছে মাটির তলোয়ার।

পুরনো নকশা কাটা দোতলা বাড়ি। এক অংশে কিছুটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সামনে ফাঁকা চত্বর। পাশেই দেবীর দালান ঘর। নদিয়ার শান্তিপুর স্টেশন থেকে বাইক, নয়তো গাড়ি করে মিনিট কুড়ির পথ।

শহর বা শহর ছাড়িয়ে বিভিন্ন বনেদি পুজোতে দেবী তাঁর সন্তানদের সঙ্গেই পূজিত হন। কিন্তু এঁদের এখানে তাতেও বদল।

শান্তিপুরের রায়বাড়ির পুজোয় মা দুর্গা একা একাই পূজিত হন। নেই লক্ষ্মী-সরস্বতী, গণেশ-কার্তিককে। রায় বাড়িতে মা একা। মূর্তি তৈরি শুরু হয়, শুধুই দুর্গার। কথিত আছে, এখানে পুজো শুরু হয় মায়ের ‘স্বপ্নাদেশ’ পাওয়ার পর। এ নিয়ে একটি কাহিনি চালু আছে।

সেই কাহিনি বলে, রায় পরিবারের কাছে এক মহিলা একা এসে কিছু সাহায্য চান। লাল পাড়ের শাড়িতে এসেছিলেন তিনি। সেই মহিলা রায় পরিবারের ‘কর্তা মা’কে বলেন, ‘আমার স্বামী শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। সন্তানরা রয়েছে। আমাকে সাহায্য করুন।’

তখন জমিদারি পরিবারের তরফ থেকে বলা হয়, সন্তানদের নিয়ে আসুন। সাহায্য করা হবে। এর পরেই রাতের বেলায় স্বপ্নাদেশ পান তাঁরা। স্বপ্নে মা জানান, তিনি রায় পরিবার হাতে পুজো পেতে চান।

রায় বাড়ির দুর্গা পুজোতে ভোগের ক্ষেত্রেও বিশেষত্ব রয়েছে। পঞ্চমী থেকে মায়ের ভোগ দেওয়া শুরু হয়। এর পর মায়ের বোধনের থেকে সাধারণ নিয়ম মেনেই ভোগ দেওয়া হয়। কিন্তু অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধির পুজোর পর মায়ের ভোগে দুই রকম মাছ দেওয়া হয়। ভোগের জন্য প্রতিদিন পায়েস রান্না হয় এখানে।

দশমীর দিন দেবীকে বিদায় জানানোর সময় পায়েস মুখেই বিদায় জানানো হয়। এবারেও সেজে উঠছে রায় বাড়ি। দূর দূরান্তে বাস করা পরিবারের লোকজন তাঁদের বাড়িতে ফিরতে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন আগামী দুর্গাপুজোর দিকে।

নাগাল্যান্ডে উদ্ধার অসমের দুই যুবকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ, খুনের সন্দেহ

চড়াইদেও (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডের মন জেলার আংচেঙিয়ায় আজ সোমবার সকালে উদ্ধার হয়েছে অসমের দুই যুবকের অর্ধ-উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। তারা খুন হয়েছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মৃতদেহ দুটি উজান অসমের চড়াইদেও জেলার অন্তর্গত সোনারির ললিত নাওহলিয়া এবং উৎপল তাসার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্যে প্রকাশ, অসমের চড়াইদেও জেলার অন্তর্গত সোনারির দুই যুবককে কেবল অর্ধনগ্নই নয় তাদের শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই দুই যুবককে অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্তরা খুন করেছে। দুই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করছেন সোনারি গাড়ি মালিক ও চালক সংস্থার পদাধিকারী ও সদস্যরা।

জানা গেছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর তারা তাদের দোকানের সামগ্রী কিনে আনতে নাগাল্যান্ডের তোবু বাজারে গিয়েছিলেন। জিনিসপত্র কিনে সোনারির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর। কিন্তু রহস্যজনকভাবে ওইদিন থেকে দুজনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরিবারের।

এদিকে, ঘটনার তদন্ত করতে অসম পুলিশ নাগাল্যান্ড পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এছাড়া নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গেও অসমের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করে ঘটনার পিছনে দোষীদের খুঁজে বের করতে সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

জাল চালান দিয়ে টাকা তুলছে পুলিশ, ছবি দেখে ক্ষুব্ধ বিচারপতি, তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডালখোলায় পাথর বোঝাই ট্রাক থেকে তোলা তোলার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। দু’টি ট্রাক বেআইনিভাবে চাওয়া এই টাকা দিতে না চাওয়ায়, তাদের আটকে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। আবার কিছু ট্রাকচালক বাধ্য হয়ে টাকা দেন। কিন্তু তাঁদের যে চালান দেওয়া হয়েছে তাও জাল বলে অভিযোগ।

পুলিশের সেই টাকা তোলার ছবিই রেকর্ড করা হয় মোবাইলে। সোমবার এজলাসে সেই রেকর্ডিং দেখেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ছবি দেখে বিচারপতি বলেন, "এটা কী হচ্ছে? একটা থানায় এত টাকা, তিনটে থানা এত টাকা...এটা কি ভেটিং প্লেস? পুলিশ ঠিক করে দিচ্ছে! আশ্চর্য...।" মামলাকারীর তরফে বলা হয়, "একটা থানা সাড়ে ৪ হাজার টাকা চাইছে।" সেই কথা শুনে বিচারপতি বলেন, "সরকার ওই অফিসারের নাম দেবে। আমি দিচ্ছি না। রেকর্ডিং থেকে সব দেখা গিয়েছে, শোনাও গিয়েছে।"

বিচারপতি নির্দেশ দেন, "পুলিশ রেট ঠিক করে দিচ্ছে কত টাকা দিতে হবে! ভিডিও ফুটেজ দেখে এটা স্পষ্ট, এটা অতি গুরুতর অভিযোগ। এর ফরেন্সিক পরীক্ষা করতে হবে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে এই মামলা সিআইডি-কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন এফআইআর করে তদন্ত করতে হবে সিআইডি-কে।" এছাড়া জাল চালান দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগও উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। সেই চালানও পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠান হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৭ নভেম্বর। সেই শুনানিতেই রেকর্ডিং সম্পর্কে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইডির দেওয়া হিসাব নিয়ে ‘সন্দিহান’ বিচারপতি সিংহ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ডিরেক্টরদের সম্পত্তির বিবরণ নিয়ে সন্দিহান কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। এই সংক্রান্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট করার জন্য সোমবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি এবং সিবিআইয়ের আধিকারিকদের তিনি আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বিকেলে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ওই সময়ের মধ্যে আদালতে পৌঁছে যেতে হবে তদন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকা সব আধিকারিককে।

বিচারপতি সিংহের নির্দেশে লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও এবং অন্য ডিরেক্টরদের সম্পত্তির বিস্তারিত তথ্য আদালতে জমা দিয়েছিল ইডি। সেই সঙ্গে নিয়োগ মামলায় জড়িত এক অভিনেতার নাম এবং সম্পত্তির বিবরণও আদালতে জমা পড়েছিল।অভিষেকের সংস্থার পাশাপাশি, এক টলিউড অভিনেতার সম্পত্তি নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সিংহ। তাঁর মন্তব্য, সম্পত্তির যে বিবরণ জমা পড়েছে, তা নিয়ে কিছু সন্দেহ রয়েছে। কিছু বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদেরই আদালতে হাজির থাকতে বলেছেন তিনি।

বিচারপতিকে দেওয়া ইডির রিপোর্টে নিয়োগ মামলায় জড়িত এক টলি অভিনেতার নাম ছিল। মুখবন্ধ খামে সেই নাম আদালতে জমা দেওয়া হয়। যা দেখে বিচারপতি কটাক্ষ করেন, “এত দিনে মাত্র এক জনের নাম পেলেন?” তবে সেই অভিনেতার নাম এজলাসের মধ্যে বলা হয়নি। তাঁর সম্পত্তি নিয়েও সোমবার আদালতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি।

ঢাকার রাস্তায় সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হিন্দু নাগরিকের

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশের রাস্তায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর গুলিযুদ্ধের মাঝে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। সাত দিন মুমূর্ষু অবস্থায় কাটানোর পর সোমবার সকালে ঢাকায় ধানমন্ডির হাসপাতালে মৃত্যু হয় ভুবনচন্দ্র শীলের। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

গত সোমবার তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মোটরবাইকে বাড়ি ফেরার সময় সন্ত্রাসবাদীদের ছোঁড়া গুলিতে মাথায় আঘাত পান ভুবন। গত ৭ দিন ধরে তিনি এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রাণে বাঁচানো যায়নি। এদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গত সোমবার রাতে তেজগাঁও শিল্প এলাকার বিজি প্রেসের সামনের রাস্তায় শীর্ষ সন্ত্রাসবাদী তারিক সইদ ওরফে মামুনের ব্যক্তিগত গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে একদল সন্ত্রাসবাদী। ওই সময় মোটরবাইক নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় মাথায় গুলি লাগে ভুবনের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধানমন্ডির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আইসিইউ-তে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। এই ঘটনার পর থেকে হাসপাতালেই ছিলেন ভুবনের স্ত্রী রত্না ও মেয়ে ভূমিকা।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাতে ৩ ঘণ্টা ধরে ভুবনের মস্তিষ্কে জটিল অস্ত্রোপচার চলে। অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে কি না, তা ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পর জানানোর কথা ছিল চিকিৎসকদের। তবে রবিবার বেলা ১১টা থেকে ভুবন অবস্থার অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, ভুবন চিকিৎসায় কোনও সাড়া দিচ্ছেন না। এরপর সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ভুবন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কলকাতায় ডেঙ্গি রুখতে ড্রোন উড়িয়ে মশার লার্ভার খোঁজ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মাস পেরোলেই উমা মা আসছেন। এদিকে মহানগরে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া ক্রমশ উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। ডেঙ্গি ভয় ধরাচ্ছে এবার কলকাতাতেও।

মূলত এতদিন যেখানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছিল, এবার সেই তালিকায় সামিল কলকাতাও। আক্রান্তর সংখ্যা বাড়তেই, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ময়দানে নিজেই নেমেছেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। মশার তেল স্প্রে করার সঙ্গে আজ ড্রোন উড়িয়েও খোঁজা হচ্ছে মশার লার্ভা।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ফের পথে নামলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। এদিন যাদবপুরের কাছে কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে যান কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরাও। ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে ১২ বিঘা জমির ওপর কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরি। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানায় আগাছার জঙ্গল।

পাহাড়-প্রমাণ আবর্জনা জমেছে। ফুটো ছাদ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে কারখানা চত্বর মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে বলে মনে করছে পুরসভা। এতদিন যাবৎ মশার লার্ভা নিধনে এলাকা পরিষ্কার, নর্দমায় স্প্রে করার পাশাপাশি জমা জল জমতে না দেওয়া নিয়ে সচেতনা জারি করা হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নয়, দুর্গাপুজোর আগে এই মুহূর্তে কোনওভাবেই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কলকাতা পুরসভা। তাই এদিন মশার তেল স্প্রে করার পাশাপাশি, ড্রোন উড়িয়ে খোঁজা হচ্ছে মশার লার্ভা।

ঢেলে সাজানো হচ্ছে পুলিশের সাইবার সেলকে

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সাইবার সমস্যা দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। আর এর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সাইবার সেলকে দিন দিন আরও মজবুত করছে রাজ্য। এবার এই সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সাইবার এডিজি পদ তৈরি করল রাজ্য।

সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের নির্দেশে সেক্সটরসন মামলা এডিজি সাইবার, সিআইডি-কে হস্তান্তর করা হয়। হুগলির এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীকে সেক্সটরশনের ফাঁদে ফেলে প্রায় ১৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া এবং প্রতারকদের চাপে তাঁর আত্মহত্যার প্রেক্ষিতে চলছিল এই মামলা। এদিন মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, এটি একটি বিশাল চক্র। আর অন্যান্য রাজ্যেও এর ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। প্রয়োজনে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করতে হবে। পুজোর ছুটির আগে মামলার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। পাশাপাশি জেলা পুলিশের যে সমস্ত আধিকারিকরা এই ঘটনার তদন্তে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের এই মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরানো যাবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রাজ্যের তরফে এদিন আদালতে আবেদন জানানো হয়, সেক্সটরশন জাল ছিঁড়তে নতুন পদ তৈরি করেছে রাজ্য। সিআইডি-তেই তৈরি করা হয়েছে এডিজি সাইবার পদ। তাঁরই নেতৃত্বে এই ‘সিট’ গঠন করার পরিকল্পনার কথা কলকাতা হাইকোর্টে জানানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। পাশাপাশি সারা দেশজুড়ে এই প্রতারণার জাল ছড়িয়ে রয়েছে বলে মন্তব্য রাজ্যের। ফলে সিআইডি-কে বিশেষজ্ঞ অফিসারদের নিয়ে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক, এই আবেদনও করা হয়।

প্রসঙ্গত, সাইবার প্রতারণা মামলা দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে রাজ্য তথা দেশজুড়ে। পরিসংখ্যানটা অনেকটাই উদ্বেগজনক। এই ধরনের মামলার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আলাদা করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে সাইবার সেলকে।

এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ৪ দালালকে গ্রেফতার

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এবার এনআরএস-এর পর এবার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ৪ দালালকে গ্রেফতার করল লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখার পুলিশ।

সোমবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পাকড়াও হয় ৪ দালাল। লালবাজারে গুন্ডাদমন শাখার অভিযানে পাকড়াও করা হয় তাদের। ভবানীপুরের বাসিন্দা এই যুবকদের পাকড়াও করে পুলিশ। টাকা নিয়ে এসএসকেএমে ভর্তি চক্র চালাত ধৃতরা, এমনটাই অভিযোগ পুলিশের। ধৃতদের নাম অভিষেক মল্লিক, দেব মল্লিক, অভয় বাল্মীকি ও সুরিন্দর কুমার, চারজনই ভবানীপুরের বাসিন্দা।

পুলিশের দাবি, টাকা নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে রোগী ভর্তির চক্র চালাত ধৃতরা। শুক্রবার কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় দালালরাজ নিয়ে সরব হন মদন মিত্র। শনিবার থেকেই কলকাতার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অভিযানে নামে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালালরাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন মদন মিত্র। করেছিলেন বিস্ফোরক অভিযোগ। এনআরএস হাসপাতালেও অতি সম্প্রতি দালালচক্রের পর্দাফাঁস হয়েছে। দুই দালালকে গ্রেফতার করেছে লালবাজারের গুন্ডাদমন শাখা।

১০ জেকেএলএফ এবং হুরিয়াত নেতার জামিনের আবেদন খারিজ

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শ্রীনগরের বিশেষ টাডা আদালত জম্মু ও কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (জেকেএলএফ) এবং হুরিয়াতের ১০ নেতার জামিনের আবেদন খারিজ করেছে।

পাকিস্তানে বসে মাস্টারদের নির্দেশে কাজ করার অভিযোগে এই সমস্ত নেতাদের ইউএপিএ-এর অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা সবাই নিষিদ্ধ সংগঠনগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা করছিল।

মিজোরামে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্তের পর আরও ৪.৮২ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার, ধৃত চার

আইজল, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গত পাঁচদিনে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করার পর মিজোরামে আরও ৪.৮২ কোটি টাকার হেরোইন উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস এবং অ্যান্টি-নারকোটিক বিভাগের যৌথ দল।রাজ্যর চামফাই জেলার পৃথক পৃথক তিন স্থানে গতকাল রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে আরও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার হেরোইন উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস এবং নারকোটিক বিভাগের যৌথ বাহিনী। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে চার মাদক পাচারকারীকে।

জানা গেছে, মিজোরামের চামফাই জেলার অধীন চুংতে এবং জোতে এলাকায় সংগঠিত তিন অভিযানে মোট ৬৮৯.৫২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর রাতে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা মিজোরামের সাইচুয়াল জেলার অন্তর্গত সাইতুয়াল শহরে ৬০ কোটি টাকার ২ লক্ষটি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এর সঙ্গে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কলমচৌরা থানা এলাকার মাণিক্যনগরের প্রসেনজিত নমশূদ্র এবং কালসিমুড়ার সুব্রত সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

ওই একই দিনে চামফাই জেলায় ৪ কেজি ক্রিস্টাল মেথ (মেথামফেটামিন) সহ আটক করা হয়েছিল মায়ানমারের এক নাগরিককে। ওই দিন শনিবার মায়ানমার সীমান্তবর্তী চামফাই জেলার চুংতে গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৭৫.৪৫ লক্ষ টাকার হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল যৌথ দল।

এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বরে আসাম রাইফেলস চামফাই জেলার জোকাওথার গ্রামে ৩০ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ১ লক্ষ মেথামফেটামিন ট্যাবলেট (১০ কেজি) উদ্ধার করেছিল।

ধৃতদের বিরুদ্ধ দ্য নারকোটিক্স ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জেলায় বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে।

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন জে পি নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জে পি নাড্ডা।

জেপি নাড্ডা এক্স-এ লিখেন, “আমি অখণ্ড মানবতাবাদের অগ্রদূত এবং ভারতীয় জনতা পার্টির অনুপ্রেরণা, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি । আপনার তপস্বী জীবন এবং অন্ত্যোদয়ের সংকল্প ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির জন্য সর্বদা আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।”

নাড্ডার পাশাপাশি অনেক নেতা বিজেপি সদর দফতরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

ছুটির দিনেও তৎপরতা, বিধায়কের শপথের অনুমতি চেয়ে চিঠি রাজভবনকে

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার করম পুজো উপলক্ষে সরকারি প্রশাসনের সব দফতরে ছুটি রয়েছে। তা সত্ত্বেও ধূপগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়কে শপথবাক্য পাঠ করাতে সোমবারই চিঠি পাঠানো হল রাজভবনে।

৮ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। বিজেপি প্রার্থী তাপসী রায়কে হারিয়ে জয় পান তৃণমূলের নির্মলচন্দ্র। রাজভবন এবং পরিষদীয় দফতরের দড়ি টানাটানিতে এখনও পর্যন্ত বিধায়ক পদে শপথ নিতে পারেননি তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী। শেষমেশ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর তাতেই জট খোলার ইঙ্গিত মিলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

কেন এত দিন বিধায়কের শপথ নেওয়া সম্ভব হয়নি, রবিবার সন্ধ্যায় ফোন করে মুখ্যমন্ত্রীকে তা জানান পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দেন রাজভবনকে চিঠি পাঠিয়ে দ্রুত বিধায়কের শপথগ্রহণের বন্দোবস্ত করতে। কারণ, মঙ্গলবার থেকে রাজভবনে থাকবেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা ৭ অক্টোবর। কোনও কারণে সোমবার রাজ্যপাল শপথগ্রহণের অনুমোদন না দিলে, তা আরও দিন দশেক পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই পরিষদীয় দফতর চাইছে এ যাত্রায় আর কোনও দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে রাজভবনের অনুমোদন আদায় করতে।

রাজঘাটে তৃণমূলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব অভিষেকের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পায়ের চোটের কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিকিৎসকেরা বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। অর্থাৎ, রাজধানীর কর্মসূচিতে অনিশ্চিত তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী। সেক্ষেত্রে, রাজঘাটে তৃণমূলে ধর্না আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে তৃণমূলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

স্পেন সফরে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার রাতে কলকাতায় ফিরে রবিবার তিনি পায়ের চিকিৎসা করাতে এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা আপাতত ১০ দিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর হাঁটাচলার উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আগামী ৪ অক্টোবর পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর স্বাভাবিক চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকছে।

সাংসদ রমেশ বিধুরি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বিজেপি সদর দফতরে

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) :বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সোমবার দিল্লিতে দলের সদর দফতরে পৌঁছলেন বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরি।

বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সাংসদ দানিশ আলীর বিরুদ্ধে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করার জন্য বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নির্দেশে সাংসদ রমেশ বিধুরিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। রমেশ বিধুরি অধ্যক্ষের সামনে এই বিষয়ে তার মতামত তুলে ধরবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসংত, সংসদে চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য নিয়ে আলোচনার মুহূর্তে সাংসদ রমেশ বিধুরী অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, সেজন্য লোকসভার অধ্যক্ষও তাঁকে সতর্ক করেছিলেন।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত জেলা পুলিশের কনস্টেবল

আলিপুরদুয়ার, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জেলা পুলিশের এক কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত কনস্টেবল দীপঙ্কর সরকার, আলিপুরদুয়ার লাগোয়া নর্থ পয়েন্ট এলাকার বাসিন্দা। জেলা পুলিশ সুপারের অফিসে পুলিশ কর্মীদের বেতনের বিল তৈরি করার কাজে নিযুক্ত ছিল সে। সেই সুযোগে ওই কনস্টেবল আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় পুলিশমহলে জোর হইচই। প্রতি মাসে জেলা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতনের তালিকা করে ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন দীপঙ্কর। জেলায় প্রতি মাসে কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার অনুপস্থিত থাকতেন। আইন অনুযায়ী, অনুপস্থিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতনের বিল করার কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ, দীপঙ্কর সেই সব অনুপস্থিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামেও বিল করে পাঠিয়ে দিতেন। অনুপস্থিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামের পাশে নিজের আত্মীয়স্বজনদের অ্যাকাউন্ট নম্বর ট্রেজারি অফিসে পাঠিয়ে দিতেন দীপঙ্কর। ফলে অনুপস্থিত সিভিক ভলান্টিয়ারদের নামেও বেতন চলে আসত দীপঙ্করের আত্মীয়স্বজনদের অ্যাকাউন্টে। এভাবে ঘুরপথে প্রতি মাসে সরকারি অর্থ দীপঙ্কর পেতেন। কয়েক বছর থেকে দীপঙ্কর এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

বক্সিরহাটে বন দফতর থেকে চুরি যাওয়া সেগুন কাঠের গুড়ি উদ্ধার

বক্সিরহাট, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের আটিয়ামোচড় বিট অফিস থেকে চুরি যাওয়া সেগুন কাঠের গুড়ি বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার রাতে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনের মাটি খুঁড়ে খোয়া যাওয়া সেগুন কাঠের গুড়ি উদ্ধার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। কাঠ চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বন জঙ্গলের মূল্যবান গাছ চুরি করে পাচারের পথে অভিযান চালিয়ে অবৈধ কাঠ বাজেয়াপ্ত করে বন দফতর। পরে উদ্ধার হওয়া ওই কাঠের গুড়ি মজুত রাখা হয় ওই বিট অফিসে। বন দফতর সূত্রে খবর, গত বুধবার রাতে লোডশেডিং-এর সুযোগে আটিয়ামোচড় বিট অফিস থেকে খোয়া যায় ১৫টি সেগুন কাঠের গুড়ি।

পরে কাঠ চুরির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আটিয়ামোচড় বিটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি চুরি যাওয়া কাঠের খোঁজে তদন্ত শুরু করে বন দফত। পরে অভিযান চালিয়ে পাশের ধান খেত ও চাষের জমি থেকে ১০টি সেগুন কাঠের গুড়ি উদ্ধার করে বন দফতর। অপরদিকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে আলিপুর জেলার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির অন্তর্গত বাংলা চৌপথি সংলগ্ন একটি বাড়িতে হানা দেয় বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানোর পর ওই বাড়ির উঠোনের মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় ওই খোয়া যাওয়া বাকি পাঁচটি সেগুন কাঠের গুড়ি।

বন দফতর থেকে কাঠ চুরির অভিযোগে কুনীল রাভা নামে ওই বাড়ির মালিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কাঠগুলি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে।

বন বিভাগ থেকে কাঠ চুরির সঙ্গে বড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে বলেও প্রাথমিক অনুমান পুলিশকর্মীদের।

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে শোণিতপুরে আহত হাতি

তেজপুর (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত বালিপাড়ায় ফুলবাড়ি চা বাগানে আহত বুনো হাতি। গতকাল রবিবার সকালে কোনওভাবে আহত হয়েছিল বুনো হাতিটি। বন দফতরের পশু চিকিৎসকের দল আহত হাতিকে বাঁচানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে গতরাতে হাতিটি মৃত্যুবরণ করেছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট চা বাগানের বাসিন্দারা দুঃখ প্রকাশ করে আজ সকালে তাঁরা ফুল-বেলপাতা ও ধূপধুনো দিয়ে গজরাজের মৃতদেহকে পুজোর্চনা করেছেন। এদিকে আজই ঘটনাস্থলের পাশে মৃত হাতিকে সমাহিত করার প্রস্তুতি চালিয়েছেন বন বিভাগের কর্মী ও বাগান কর্তৃপক্ষ।

ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪০জন, মৃত্যু ফের শূন্য

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ৫০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৫৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩১।

হার ৮.৮৯ শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা-২০২১-২২ এবং ত্রিপুরার কিছু প্রাথমিক পরিসংখ্যান-২০২২। বিশেষ সচিব শ্রীচন্দ্রা ভারত সরকারের নীতি আয়োগের প্রকাশিত সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রগতির সূচকে ত্রিপুরার অবস্থান তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে নীতি আয়োগের প্রকাশিত সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের অগ্রগতির সূচকে ত্রিপুরার কম্পোজিট স্কোর হচ্ছে ৬৫, যা ২০১৮ সালে ছিল ৫৫। ২০২৩ সালে ভারত সরকারের নীতি আয়োগের প্রকাশিত বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকে ত্রিপুরার স্কোর হল ০.০৫৬, যা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ছিল ০.০৭৫। তিনি জানান, ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে দপ্তর 'ভিশন-২০৩০', ৭ বছরের কৌশল, ৩ বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং সূচক' প্রকাশ করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ সচিব জানান, দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে ত্রিপুরার আর্থসামাজিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রকাশনাসমূহ www.ecostat.tripura.gov.in ওয়েবসাইটে সকলের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ সচিব দপ্তরের বিভিন্ন প্রকাশনাগুলি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ সচিব আরও জানান, গুণমান সম্পন্ন ও সময়োপযোগী তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের জন্য ভারত সরকারের সার্পোর্ট ফর স্ট্যাটিসটিক্যাল স্ট্রেনদেনিং প্রকল্প রাজ্যে চালু রয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে ডায়নামিক ওয়েব পোর্টাল তৈরীর পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার কাজে কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সাথে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের অধিকর্তা নগেন্দ্র দেববর্মা এবং অতিরিক্ত অধিকর্তা অরূপ কুমার চন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এক দর্শনের পথ দেখিয়েছেন যাতে মানবকল্যাণের কথা আছে। তাঁর সাধারণ জীবনযাত্রা, সকলকে নিয়ে চলা ও সবার বিকাশের মন্ত্রই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পাথেয় করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, সবকা সাথ-সবকা বিকাশ। এটাই একাত্ম মানববাদের ভারতীয় চিন্তাধারার শাশ্বতরূপ। অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শন ভারতের বহমান সাংস্ক'তিক ভাবনার অনুসারি। দেশের সভ্যতা ও সংস্ক'তির বিকাশে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়ালের স্বাতন্ত্রিক চিন্তাভাবনায় দেশের কল্যাণই প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এক প্রেরণার নাম। নিয়মানুবর্তিতাকে তিনি জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপনের মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবনদর্শন তুলে ধরা। আজ সারা রাজ্যেই যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। এ ধরণের অনুষ্ঠান বর্তমান প্রজন্মকে সমৃদ্ধ করবে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর থেকে এক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্ক'ত করা হয়। অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও ত'তীয় হয়েছে যথাক্রমে সাগরদীপ কুরি মোদক, অভিষেক সরকার ও তন্ময় সরকার। অনুষ্ঠান শেষে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও দর্শন নিয়ে এক উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোনাপুর বাজারে সিপিএম'র প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বি,জে,পি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্য এই উভয় সরকারের নীতিহীনতার জন্যই জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি লাগামহীন হতে হতে আজ আকাশ ছুঁইছুঁই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।যা গরীব মেহনতি মানুষের আর্থিক নাগালের বাইরে পৌঁছেছে।এর বিরুদ্ধে চাই তীব্র লড়াই সংগ্রাম। আজ সন্ধ্যায় সি,পি, আই,(এম) রবীন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সোনাপুর বাজারে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যাকালীন বাজার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ আহ্বান রাখেন সি,পি,আই,(এম) সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রতন সাহা।সান্ধ্যকালীন এই বাজার সভায় সভাপতিত্ব করেন আলী আজ্জম ও রাই মোহন দাস কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী।রতন সাহা ছাড়াও উক্ত বাজার সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির রবীন্দ্রনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মিজান মিঁয়া। উপস্থিত ছিলেন পার্টির সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদকমন্ডলীর দুই সদস্য নারায়ন চক্রবর্তী ও অহিদুর রহমান সহ অন্যান্যরা। সান্ধ্যকালীন এই বাজার সভায় ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।বাজারে উপস্থিত অসংখ্য মানুষজন দূরে দাঁড়িয়ে বক্তাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছেন। রতন সাহা তার বক্তব্যে কেন্দ্রের ও রাজ্যের উভয় সরকারই জনগনকে দেওয়া কথার মর্যাদা রাখেনি।কথার খেলাপি সরকার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সরকারে এলে জিনিসপত্রের দাম কমবে।দ্বিগুন উন্নয়ন হবে। বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। অভিজ্ঞতা বলছে ওদের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতিরই ওরা বাস্তবায়ন ঘটায়নি।ওরা গরীবের কথা না ভেবে ,বেকার সমস্যা না ঘুচিয়ে আদানী আম্বানিদের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে।

এরাজ্যের জোট সরকারের সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনকালে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে বলা চলে। কাজ নেই মানুষের। ফলে হাতে পয়সা নেই। এই অবস্থায় জনজীবন যখন ধুঁকছে ,তখন জিনিসপত্রের অবিরাম মূল্যবৃদ্ধির কারনে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবন। অন্যদিকে কর্মসংস্থানের ব্যাবস্থা না থাকার কারণে রাজ্যের যুবসমাজ আজ ধুকছে। এই অবস্থায় দুর্বার প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। তাই সকলকে একজোট হয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পরিচারিকার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। এক অসহায় হতদরিদ্র নাবালিকা কন্যাকে গৃহপারিচারিকা বানিয়ে নির্মমভাবে শারীরিক এবং মানসিক আক্রমণের ঘৃণ্য অভিযোগ উঠল তেলিয়ামুড়ার জনৈক ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,, আজ থেকে প্রায় মাস তিনেক পূর্বে কল্যাণপুর থানাধীন দাউছড়া এলাকার জনৈকা নাবালিকা কন্যার পরিবারের দারিদ্রতার সুযোগে তেলিয়ামুড়ার রাজনগর এলাকার পিন্টু কুমার দাস নামের এক চানাচুর ব্যবসায়ী উনার বাড়িতে ওই নাবালিকা মেয়েটির মামার মাধ্যমে তাকে গৃহ পারিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত করে। তবে অভিযোগ, কিছুদিন পর থেকেই পিন্টু কুমার দাসের বাড়িতে সংশ্লিষ্ট নাবালিকা কন্যার উপর অকথ্য নির্যাতন চলতে থাকে এবং ঠিকমতো খাবার না দেওয়ার মতো জঘন্য অভিযোগও উঠে। এদিকে কোন ভাবে ঘটনার খবর গিয়ে পৌঁছায় খোয়াই চাইল্ড লাইনে , আর সেই খবরের উপর ভিত্তি করে গোপনে খোয়াই চাইল্ড লাইন তেলিয়ামুড়া শ্রম কমিশনার সহ পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় পিন্টু কুমার দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নির্যাতনের শিকার নাবালিকা কন্যাকে উদ্ধার করে। শেষ সংবাদ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মেয়েটি রয়েছে চাইল্ড লাইনের হেফাজতে। জানা গেছে, এক্ষেত্রে চাইল্ড লাইন সহ প্রশাসন উপযুক্ত আইনি ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে।

প্রতিমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

আরও ১০০ টি ব্যাটারীচালিত ট্রাইসাইকেল দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের চলন ও সহায়ক সামগ্রী দেওয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্লকে শিবির করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যান্যদের সাথে দিব্যাঙ্গজনেরাও এগিয়ে গেলে দেশ এগিয়ে যাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ও বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থশিব জয়সবাল। উল্লেখ্য, সমাজিক আধিকারিতা শিবিরের অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রীসহ অতিথিগণ প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তা অজিত শুক্লদাস, আমবাসা মহকুমার মহকুমাশাসক স'তি দেববর্মা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের ধলাই জেলার আধিকারিক শঙ্খশুভ্র সেন প্রমুখ।

প্রাণ

● প্রথম পাতার পর

থেকে বের না হওয়ায় বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হয়। সন্দেহ দূর করতে সামনে এগিয়ে আসলে বুঝতে পারেন তাদের শৌচাগার ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে আছে। ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়া শব্দ নেই। মুহূর্তের মধ্যেই খবর দেওয়া হয় নিকটবর্তী কল্যাণপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ ছুটে এসে শৌচাগারের দরজা ভাঙলে দেখা যায় ভেতরে উপুর হয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে এক যুবক। খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সংশ্লিষ্ট যুবককে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যুবকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশ্চর্যের বিষয় শৌচাগারে যুবকটির হাতের মুঠোয় ড্রাগস ব্যবহারের সিরিঞ্জ উদ্ধারের ঘটনাটি রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট যুবক অত্যাধিক হারে ড্রাগস ব্যবহার করতে গিয়েই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে তা আজকের পারিপার্শকি চিত্রে সহজেই প্রমানিত। মৃতদেহ বর্তমানে কল্যাণপুর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। বিগত তিন মাসে একই রকম ভাবে আরো দুই যুবকের প্রাণ যায়। রাজ্যে নেশার বাড় বাড়ন্ত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো জায়গায় এই নেশার কবলে মৃত্যু হচ্ছে যুবকদের। সামাজিক এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাড়ালে ক্রমে তা ব্যাপক আকার ধারন করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সম্রাট রায়

● প্রথম পাতার পর

কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা অভিযোগ উঠে আসছিল। বিশেষ করে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে আশীষ কুমার সাহাকে নিযুক্ত করার পর থেকেই বিষয়টি আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। অবশেষে এন এস ইউ আই এর সভাপতির পদ থেকে সম্রাট রায়কে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে।

মৃত্যু যুবকের

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টি দায়ী বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমার শালকাকামী বাইক নিয়ে দ্রুত বেগে চলতে গিয়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক চালক দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পেছনে এসে ধাক্কা দেয় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন সেখানে ছুটে যান এবং সেখান থেকে খবর পাঠানো হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে সেখান থেকে ওই যুবকটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তেও জানা গেছে বাইক চালকের অসাবধানতা ও দ্রুতগামীতার কারণেই এই ভয়াবহ মন্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় মৃতের পরিবার পরিজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ধর্মনগরের তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির রাজ্যব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ২৫ সেপ্টেম্বর ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির রাজ্যব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিংকু রায়, বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির রাজ্য সভাপতি নিতাই দে এবং রাজ্য সম্পাদক বিমল নাথ সহ সমগ্র রাজ্য থেকে আশা তারকব্রহ্ম কীর্তনীয়া শিল্পী সমিতির প্রতিনিধিগণ।

এই সম্মেলনে সমিতির পক্ষ থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের কাছে তাদের দুইটি দাবি সনদ সহ একটি প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই দাবী সনদে রয়েছে যেসব কীর্তনীয়ার বয়স ৫০ বছর বা তার ঊর্ধে হয়ে গেছে তাদের পক্ষে এখন আর কীর্তন করে টাকা উপার্জন করা সম্ভব নয়। তাদেরকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে মাসিক ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা এবং সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল কীর্তনীয়াদের বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা। মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন এখনো সমাজে দুর্যোধন, দুঃসাশন, কংশ, জয়সন্ধ্য তারা নাম পাল্টে এখনো আমাদের সমাজে বিচরণ করে চলেছে। প্রতিদিন পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায় তাদের জানোয়ার সুলভ কার্যকলাপ। সামনেই দুর্গাপূজা তাই মাতৃদেবীর আরাধনায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজেদের ঘরে নিজের জন্মদাত্রী মায়ের জন্য এক ফোটা জায়গা নেই। তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে ছেলেমেয়েরা নকল মায়ের পিছনে ভক্তি প্রণাম আর আনন্দ করতে ব্যস্ত। সরকারকে একটার পর একটা বৃদ্ধাশ্রম খুলতে হচ্ছে সেইসব অমানবিক মাতৃভক্তদের জন্য। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস বলেন ইন্টারনেট খুললেই দেখা যায় আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেন রাশিয়া জার্মান ফ্রান্স চিন। এই দেশগুলিতে হরিনাম ঘটা করে প্রচলিত হচ্ছে। এখন আমাদের দেশের সনাতন ধর্ম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ মানুষ সনাতন ধর্মের মাধ্যমে শান্তি খুঁজে পাচ্ছে।

পর্যটনমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

কান্তি চৌধুরী, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। সভাপতিত্ব করেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশিস নাথ শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মোহরছড়াস্থিত মহানন্দ রায় ম'তি কমিউনিটি হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এউপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের কাউন্সিলার মালাশ্রী সাহা পাল, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির সদস্য নিরোদ দাস, মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপক দাস, খোয়াই জেলা সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুনীত কর, মহকুমা সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য চির'ীব দেব, বিশিষ্ট সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব মনোর'ন গোপ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহরছড়া গ্রামপ'ায়েতের প্রধান লক্ষী রাণী দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমার বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দুলাল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। এ উপলক্ষে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান ও ওপেন ক্যইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর প'ায়েত সমিতি হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দবনাথ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সুশান্ত কুমার বরুয়া ও শিক্ষিকা মমিতা দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অশোক দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। জম্পুইজলা মহকুমার দয়ারামপাড়া এডিসি ভিলেজের খুমচাক কলাকেন্দ্রে আজ মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জম্পুইজলা বিএসি'র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী নির'ন দেববর্মা, সমাজসেবী রাজেশ দেববর্মা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শচীণ কলই, এডিসি'র সাব জোনাল আধিকারিক মানিকলাল দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। সোনামুড়া মহকুমার নলছড় প'ায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রী বর্মণ বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য রতন দাস ও বেলা দেবনাথ, নলছড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান জহরলাল ঘোষ, নলছড় ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, সমাজসেবী শিবু পাল প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক অমৃত দাস। বিলোনীয়ার অগিবীণা কমিউনিটি হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক স্বপা মজমদার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক শ্রীমতী মজমদার বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একাত্ম মানববাদ দর্শনের প্রবক্তা। সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কল্যাণের কথা তিনি বলে গেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, ভারতচন্দ্রনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস, ঋষ্যমুখ প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বকুল দেব, বিলোনীয়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শিখা নাথ, পুর পরিষদের শিক্ষাবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রাজেশ দেবনাথ। অনুষ্ঠানে মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে আজ শান্তিরবাজার মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বকাফা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপা বৈদ্য, সমাজসেবী শ্যামলাল দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা ˈপন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের সংস্ক'তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি নেপাল চন্দ্র দাস।

করবুক মহকুমার শিলাছড়ি মাল্টিপারপাস হলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিলাছড়ি বিএসি'র চেয়ারম্যান থৈঙ্গ মগ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, মানব কল্যাণে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অমর সাহা, সমাজসেবী শ্যামর'ন চাকমা, সমাজসেবী ননীগোপাল চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বনামী চাকমা দেওয়ান। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। সাবম মহকুমার আমতলী কমিউনিটি হলে আজ মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাবম নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবম নগরপ'ায়েতের সদস্য র'তি রায় চৌধুরী, সদস্যা কমলা রাণী চাকমা, সদস্যা অ'লী বসাক, জলেফা শঙ্কর মঠ মিশনের সম্পাদক প্রভাস লোধ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক রূপক আচার্য।

সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে গবাদি পশু চুরির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ সেপ্টেম্বর।। খোয়াইয়ের সীমান্ত এলাকা উত্তর দুর্গানগরে কাঁটাতারের বেড়া কেটে সীমান্ত ডিঙিয়ে এসে বাংলাদেশের গরু চোরেরা দুই গৃহস্থের বাড়ি থেকে গরু চুরির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে। পরিবারের লোকজনরা ঘটনা টের পেতেই ঘর থেকে পালিয়ে যায় চোরের দল এবং গরু চুরি করতে ব্যর্থ হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খোয়াই থানাধীন উত্তর দুর্গানগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায় দুই গৃহস্থ মহেশ দেবনাথ ও মুকুন্দ দেবনাথের গোয়াল ঘরের সীধকেটে ঘর প্রবেশ করে চোরের দল। পরিবারের লোকজন টের পেতেই চোরের দল ঘর থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। এরপরই তারা লক্ষ্য করেন কাঁটাতারের বেড়া কাটা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ-র ভূমিকা নিয়েও এলাকাবাসীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও কিভাবে চোরের দল কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভেতরে প্রবেশ করছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে চোরেরা কাঁটাতারের বেড়া কেটে এ ধরনের চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে। বিএসএফের নজরদারির অভাবে বাংলাদেশের চোরের দল এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম হচ্ছে বলে অভিযোগ। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের প্রত্যাশা ছিল যেহেতু সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে এবং সীমান্ত পাহারা দায়িত্বে বিএসএফ জওয়ানরা রয়েছে সেহেতু তারা নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোতে পারবেন। কিন্তু এ ধরনের চুরির ঘটনায় তাদের রাতের ঘুম উবে গেছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সীমান্তে বিএসএফের টহলদারী ও নজরদারি বাড়ানোর জন্য সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য খোয়াই শহর সহ পার্শবর্তী গ্রামগুলিতে প্রায় প্রতিরাতেই চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। ঘটনায় রাতের নিরাপত্তা আরো জোরদার করার দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর তরফে।

উপাসনা গৃহের সামনের রাস্তা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিশ্বভারতীর উপাচার্যের

বোলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর : উপাসনা গৃহ-রবীন্দ্রভবনের সামনের রাস্তাটি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যের। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেয়েছে শান্তিনিকেতন। ঐতিহ্যবাহী ভবন, স্থাপত্যগুলি রক্ষা করতে এই রাস্তায় ভারি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ জরুরি, তাই রাস্তা ফিরে পেতে আবেদন করা হয়। উল্লেখ্য, এই রাস্তাটি আগে বিশ্বভারতীকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর একাধিক রাজ্য সরকার বিরোধী পদক্ষেপে রাস্তাটি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহের সামনে থেকে কালিসায়র পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার একটি রাস্তা আছে। এই রাস্তাটি আশ্রমের মাঝ বরাবর গেলেও এটি রাজ্য সরকারের পূর্ত বিভাগের অধীনস্থ। তৎকালীন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য্য স্বপন দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে এই রাস্তাটি বিশ্বভারতীকে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এই রাস্তাটি প্রায় সময় আশ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষের জন্য যাতায়াত বন্ধ করে দিতেন বলে অভিযোগ। এই মর্মে মুখ্যমন্ত্রীকে বহু প্রবীণ আশ্রমিক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এছাড়া, সেই সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য্যের একাধিক কার্যকলাপ রাজ্য সরকারের বিপরীতে যাচ্ছিল। ২০২০ সালের ২৮ ডিসেম্বর বীরভূম সফরে বোলপুরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক সভা থেকে পুনরায় রাস্তাটি ফিরিয়ে নেন তিনি । রাস্তা ফিরে পেতে ছাতিমতলায় ধর্নাতেও বসেছিলেন উপাচার্য। এদিন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন। পুনরায় রাস্তাটি বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় চিঠিতে। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়, "১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেসকো শান্তিনিকেতনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা দিয়েছে। এই তকমা ধরে রাখতে হবে আমাদের সবাইকে। এই রাস্তার দুই ধারে একাধিক ঐতিহ্যবাহী ভবন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য আছে। ভারি যান চলাচলের ফলে কম্পনে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এগুলি রক্ষা করার জন্য এই রাস্তাটি বিশ্বভারতীকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।" মুখ্যমন্ত্রী যে বিশ্বভারতীর আবেদনে সারা দিয়ে রাস্তাটি ফিরিয়ে দেবেন সেই আশার উল্লেখও করেন উপাচার্য। প্রসঙ্গত, এর আগে দুটি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেনজির আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী যখন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তখন। তবে এবারের চিঠিতে শুধুই আবেদন।

বরাদ্দ অর্থ নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতে নতুন মোড়

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স)। তৃণমূলের তরফে একদিকে যেমন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ। তার ভিত্তিতে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। উল্টোদিকে, কেন্দ্রের সরকারে ক্ষমতায় থাকা বিজেপির তরফে রাজ্য সরকারের বকেয়া অর্থ খরচ করতে না পারার পাল্টা অভিযোগ।বাংলার সরকারের সঙ্গে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করছে কেন্দ্র। বাংলাকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সেই প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্যই ২ অক্টোবর দিল্লিতে ছিল তৃণমূলের ধর্নার পরিকল্পনা। রামলীলা ময়দানে পুলিশ সমাবেশের অনুমতি না দিলেও বিক্ষোভ হবেই, দাবি কুণাল ঘোষের।পাল্টা, পঞ্চদশ ফিনান্স কমিশনের পাঠানো ২ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে পারছে না রাজ্য সরকার। মাত্র ৪০ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে বাকি টাকা পড়ে আছে। সেই টাকা আগে খরচ করুক তারপর তো বকেয়ার জন্য আন্দোলন করবে। মন্তব্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। কেন্দ্রীয় সরকারে বিরুদ্ধে ১০০ দিনের প্রকল্প চালাতে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ রাজ্য সরকারের। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বারবার যে অভিযোগ তুলেছেন। পাশাপাশি একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে অর্থের জন্য দরবারও করেছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের মাঝে তুলেছেন ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া অর্থের প্রসঙ্গ। কিন্তু তারপরও এখনও সুরাহা মেলেনি।পঞ্চায়েত ভোটে সাফল্যের পর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বকেয়া ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে তাই দিল্লিতে ধর্না-অবস্থানের কথা ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘরে মহিলার গলা কাটা দেহ, নিথর সন্তান, গ্রেফতার স্বামী

নদিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি স)। ঘরের ভিতরে গলা কাটা অবস্থায় পড়ে ছিলেন মহিলা। পাশেই হাত কাটা নাবালকের। সারা ঘরে যেন রক্তের স্রোত বইছে। পুলিশ কর্মীরাও দেহ উদ্ধারে ঘরে ঢুকে শিউরে উঠছেন।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ায়। জানা গিয়েছে,বঁটি দিয়ে মহিলার গলা, সৎ ছেলের হাত কেটে খুন ব্যক্তির। নদিয়ার তাহেরপুর থানার বাদকুল্লা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত পড়ুয়ার নিমতলা পাড়া এলাকার ঘটনা।সূত্রের খবর, মৃতের নাম শুক্লা বিশ্বাস ও বাপি বিশ্বাস। বাপি সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, বছর ছ'য়েক আগে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন শুক্লাদেবী। সুফল বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ছেলে বাপিকে নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। পেশাগত কারণে বাইরে থাকতেন সুফল।

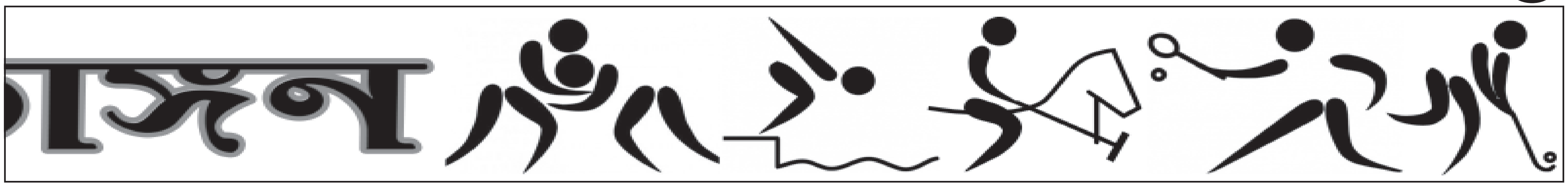

অনলাইনে আবেদন, ফোনে ইন্টারভিউ তৃতীয় পেশাদার গণেশের নিযুক্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সিনিয়র ক্রিকেট দলে তৃতীয় পেশাদার হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন গণেশ সতীশ। প্রকারান্তরে দীপক ক্ষৈত্রীর স্থলে তাকে বাছাই করা হয়েছে বলে খবর। দীপকের পারফরম্যান্স ভালো থাকলেও ক্রিকেট বলের রঙ সংক্রান্ত কিছু একটা নাকি খামতি রয়েছে তার মধ্যে, সংবাদ সূত্রে অনেকটা এমনই খবর রয়েছে। বিষয়টির সত্য মিথ্যা আমরা যাচাই করিনি, তবে ক্রিকেট মহল তাকিয়ে রয়েছে সময়ের অপেক্ষায়। পেশাদার ক্রিকেটার চেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে। সেটা ২রা সেপ্টেম্বরের ঘটনা। শেষ তারিখ দেওয়া হয়েছিল ১৫ সেপ্টেম্বর। বেশ কিছু যোগ্যতাও চাওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে অন্ততপক্ষে ৩০ টি প্রথম সারির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানের অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। বেশ কজন ক্রিকেটারই আবেদন করেছেন। তাদের মধ্যে থেকে বাছাইকৃত হয়েছেন গণেশ সতীশ। কর্নাটকের হয়ে খেলা শুরু। ২০২১-এ খেলেছিলেন বিধর্ভের হয়ে। ২০১৮ তে দলীপ ট্রফিতে ইন্ডিয়া ব্লু টিমের স্কোয়াডে ছিলেন। ইরানি কাপ খেলেছেন তিনবার। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ম্যাচের সংখ্যা ৯৮ টি। সামগ্রিক বিচার বিবেচনায় ৩৫ বছর বয়সী ডানহাতি ব্যাটসম্যান এবং উইকেট রক্ষক গণেশ সতীশ টিসিএ-র পছন্দ হয়েছে। ইতোমধ্যে জয়পুরে প্রশিক্ষণরত রাজ্য সিনিয়র দলে তৃতীয় পেশাদার হিসেবে গণেশ সতীশকে প্রথম একাদশেও খেলানো হয়েছে। মূল মাইনে কত পাবেন, সেটা গৌণ ব্যাপার। তবে পারফরম্যান্স কতটুকু পাওয়া যাবে এবং রাজ্য ক্রিকেটের কতটুকু উন্নতি ঘটবে সেটা সময়েই দেখা যাবে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৮	৪	৩	১	১৭-৬	১৫
ফরোয়ার্ড	৭	৪	৩	০	১৬-৫	১৫
লালবাহাদুর	৭	৪	১	২	১৮-৮	১৩
এগিয়ে চলো	৬	৩	৩	০	৯-২	১২
জুয়েলস	৮	৩	১	৪	১৬-১৬	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
টাউন ক্লাব	৭	২	১	৪	৯-১৩	৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৭	২	০	৫	১১-২০	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৮	২	০	৬	৬-২৭	৬

পর্যটন দিবসে ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মধ্যে। প্রস্তুতিপর্ব চূড়ান্ত। খেলা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর, সকাল সাড়ে ৯ টায়, এ ডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের আমন্ত্রণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে সাংবাদিক ফুটবলারদের একটি দল আগামীকাল আগরতলায় পৌঁছুবে। এদিকে ত্রিপুরার সাংবাদিক ফুটবলারদের দলও যথারীতি অনুশীলনে ব্যস্ত। আজ সোমবার দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ টি.জে.ইউ-র টিম ঘোষণা করেন। দলটি হল: সন্তোষ গোপ (অধিনায়ক), অভিষেক দে (সহ-অধিনায়ক), সমীর ভৌমিক, সুজিত ঘোষ, প্রসেনজিৎ সাহা, সুমন সাহা, সুমিত সিংহ, অমিত দেববর্মা, রবীন্দ্র কলই, কৃষানু দেববর্মা, জাকির হোসেন, মেঘধন দেব, মিন্টু গুপ্ত, সৌরভ মালাকার, অনির্বাণ দেব, সুপ্রভাত দেবনাথ- ম্যানেজার। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে টি.জে.ইউ-র সম্পাদক সন্তোষ গোপ, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ চিন্ময় চৌধুরী, কার্যকরী সদস্য সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টে নীলজ্যোতি ট্যুর এন্ড ট্র্যাভেলস, ত্রিপুরা গ্রোসারী হোলসেল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনও অংশ নেবে। খেলোয়ারদের জার্সি স্পনসররে নিউজ এন.ই বাংলা, ট্রফি স্পন্সররে স্যন্দন পত্রিকা, সার্বিক সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম মন্ত্রণালয় এগিয়ে এসেছেন বলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানান।

সুপার লিগ অধরা হলেও লাল বাহাদুরকে হারিয়ে ৫ম স্থানে জুয়েলস

জুয়েলস এসোসিয়েশন: ৩ লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জয় দিয়ে লীগ অভিযাষ শেষ করেছে জুয়েলস এসোসিয়েশন। একসময়ের দ্বিমুকুট বিজয়ী জুয়েলস এসোসিয়েশন এবারকার সুপার লীগে খেলা অধরা থাকলেও নয় দলীয় লিগ আসরে পাঁচ নম্বরে মরসুম শেষ করতে পেরেছে বলে কিছুটা আত্মতৃপ্তি রয়েছে তাদের মধ্যে, নিজেদের শেষ ম্যাচে প্রথম সারির দল লাল বাহাদুরকে হারানোর মধ্য দিয়ে। তবে শুরুতে পর পর তিনটি ম্যাচে পরাজয়ের কথা তাদের আবার মনে করিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে লাল বাহাদুর ইতোমধ্যে সুপার লিগে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে তবে সুপার ফোর-এর পজিশন যদি কিছু তাৎপর্য বহন করে তার জন্য তাদের কাছে আরও একটি ম্যাচ রয়েছে। সেটি ২৮ সেপ্টেম্বর ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে। আজ, সোমবার বিকালে স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩৩ তম ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন ৩-২ গোলের ব্যবধানে দারুন জয় পেয়েছে লাল বাহাদুরকে হারিয়ে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়েছিল। খেলার ৩৬ মিনিটের মাথায় বিলাস দেববর্মার গোলে জুয়েলস এসোসিয়েশন ১-০ তে লিড নেয়। প্রথমার্ধে লাল বাহাদুরের আক্রমণভাগের ছেলেরা তেমন গোল পরিশোধে সক্ষম না হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ১১ মিনিট পর ৩ মিনিটের ব্যবধানে অবর্ণহরি জমাতিয়া ও জন জমাতিয়া পরপর দুটি গোল করে দারুণভাবে দুই-একে লিড এনে দেয়। পরক্ষণে জুয়েলস যেন আরও জ্বলে উঠে। খেলার ৬৬ মিনিটের মাথায় জুয়েলসের লাল ভেঙ্গা ডার্লং একটি গোল করলে ফের খেলায় সমতা ফিরে আসে। এবার চলে জয়সূচক গোলের সন্ধানে দু দলের আক্রমণ ভাগের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।
কার্যত সফল হয় জুয়েলস এসোসিয়েশন। খেলার ৭৫ মিনিটের মাথায় জুয়েলস এর অরুণ তামাং একটি গোল করলে ৩-২ এ এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এই জয় ধরে রাখে। এদিকে খেলার দুই অর্ধে দুদলের দুজন করে চারজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিংহ, পল্লব চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ সাহা ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম টাউন ক্লাব, বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

অপরাজয়ের ধারা অক্ষুণ রাখার লক্ষ্যে এগিয়ে চলো, জয়ে মরিয়া টাউন ক্লাবও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। অপরাজয়ের ধারা অক্ষুণ রাখার মধ্য দিয়ে আলাদা একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘের সামনে অবশ্য এই লক্ষ্যটাও রয়েছে। আগামীকাল ম্যাচ রয়েছে টাউন ক্লাবের বিপক্ষে। অবনমনের তেমন কোন শঙ্কা নেই টাউন ক্লাবের মধ্যে। অপরদিকে এগিয়ে চলো সংঘও তেমন কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। রাফ অ্যান্ড টাফ খেলে ফুটবলারদের চোট বাড়িয়ে সুপার লিগের খেলা বারোটা বাজানোর অভিপ্রায় তাদের নেই। তবে লক্ষ্য থাকবে অপরাজয়ের সাধ ধরে রাখার। শেষ সময়ে গড়া দল এবং সুপার ফোর থেকে ছিটকে যাওয়া দল টাউন ক্লাব হলেও এগিয়ে চলো সংঘ কিন্তু কিছুতেই হালকা ভাবে নিতে নারাজ।
মাঠে ভালো খেলার পাশাপাশি সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যেই এগিয়ে চলো সংঘের খেলোয়াড়রা নিজেদের সপ্তম ম্যাচে আগামীকাল মাঠে নামবে। পক্ষান্তরে শেষ মুহূর্তে গড়া দল টাউন ক্লাবও অবনমন রুখতে পেরেছে, সেটাই তাদের কাছে এখন বড় বিষয়। তবে মাঠে এক, দুই গোলের ব্যবধানে অঘটন ঘটানোর মতো দূরদৃষ্টিও রয়েছে তাদের মধ্যে। লীগের শেষ পর্যায়ের ম্যাচ হলেও দর্শকরা কিন্তু ভালো খেলা দেখার লক্ষ্যে অনেকেই এখন মাঠমুখো হচ্ছেন। আগামীকালও এগিয়ে চলো, টাউনের অসাম্যতার লড়াই কেমন হয়, তাই এখন দেখার বিষয়।

ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পটুনগর ফুটবল লীগ সম্পন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পটুনগর মর্নিং ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কৃষ্ণ পোদ্দার ও তার দল অর্থাৎ মর্নিং বুলস টিম। শহর উত্তরে নতুন নগরের সন্নিকটে পটুনগর মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ রবিবার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। সকালে সেমিফাইনাল ম্যাচে মর্নিং বুলস, মর্নিং লাইনস কে হারিয়ে জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মর্নিং ওয়ারিয়র্স, মর্নিং টারমিনেটর কে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করে। দুটি ম্যাচে বিজয়ী দুই দল মর্নিং বুলস ও মর্নিং ওয়ারিওর্স ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হলে, মর্নিং বুলস ৪-১গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও প্রাইজমানি জিতে নেই। খেলা শেষে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত রায়, স্বপন দেবনাথ, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল থেকে পটুনগর মর্নিং ফুটবল লিগের আয়োজন হয়ে আসছে। এবার হয়েছে সিজন ফোর। প্রতি রবিবার প্রায় ৬০-৬৫ জন ছেলে স্থানীয় সাত আট জন ছেলে মিলে ২০১২ সাল থেকে এই মাঠে ফুটবল খেলা শুরু করেছিল। বর্তমানে তা ৬০-৭০ এ এসে ঠেকেছে। এই মুহূর্তে। ফুটবলপ্রেমী অনির্বাণ দেবনাথ, অভিজিৎ সাহা, অভিক দেব, রাহুল দাস, মোঃ আলী, জয় দাস, কৃষ্ণ পোদ্দার এবং অন্যান্য সকল সহযোগী যারা সকালের ফুটবল লীগ আয়োজনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তাদের সকলকে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে সায়ন দেবনাথ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিখোঁজ সংবাদ

Ref :- Bishalgarh PS G.D. Entry No-24 Dated : 20/09/23

উপরিউক্ত ছবিটি শ্রী বিমল দেবনাথ, বয়স-৩৭ বছর, পিতা - শ্রী শচিন্দ্র দেবনাথ, সাং- পূর্ব লক্ষীবিল, থানা - বিশালগড়, সিপাহীজলা ত্রিপুরা, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি গায়ের রং - শ্যামলা, চুল- কালো এবং পড়নে লাল রং - এর টি শার্ট এবং হাফপেন্ট। উক্ত ব্যক্তিটি গত ২০-০৯-২০২৩ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।
উপরিউক্ত নিখোঁজ ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কেহ কোনো খবর পাইলে বা সন্ধ্যান পাইলে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

যোগাযোগ ঠিকানাঃ
পুলিশ সুপার সিপাহীজলা ত্রিপুরা।
দুরভাষ ঃ
৬০০৯৪২০৬০৪ (এসপি ডিআইবি সিপাহীজলা)
৮৮৩৭৪৮৮০৮৫ (ও সি বিশালগড়, থানা)

পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা ত্রিপুরা, বিশ্রামগঞ্জ

ICA-D-103/23

PNIT NO.: 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2023 Date 14/09/2023

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1. i)	PNIT No. 32/EE/MNP/PWD(R&B)/2023-24 & DNIT No.66/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2023-24	Upto 3.00 pm On 03/10/2023	At 4.00 pm on 03/10/2023 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),

ICA/C-2393/23

PNIT NO: e-PT- XXVI/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-13/09/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 03/10/2023 for 05(Fiver) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-2399/23

INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura sealed cover Tenders are invited in plain paper for sale of 13 (thirteen) Nos Condemned Vehicles' Motor Cycles of 2" Bn TSR "AS IS WHERE IS BASIS".
2 The willing bidders may collect detailed information including Terms & Conditions from the Office of the Commandant, 2™ Battalion TSR on free of cost basis from 27-09-2023 to 30-09-2023 on any working day during office hours on submission of a prayer on plain paper. Last date of submission of tender' quotation is up to 1600 hrs on 04-10-2023 and will be opened on the same day at 1700 hrs.

(Sudip Kr. Pal)
Commandant
2nd Bn Tripura State Rifles

ICA/C-2387/23

নর্থইস্ট মাস্টার্স টেবিল টেনিসে দারুন সাফল্য ত্রিপুরা দলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দ্বিতীয় নর্থ ইস্ট মাস্টার্স টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ দিনে আজ, শনিবার দারুন ফলাফল হয়েছে ত্রিপুরা দলের। ৫০ ততোর্ধ মহিলাদের ডাবলসে ত্রিপুরার শ্যামলী বনিক ও শ্রীলেখা দে জুটি রানার্স আপ হয়ে রৌপ্য পদক পেয়েছেন। ৫০ ততোর্ধ মহিলা সিঙ্গেলসে শ্যামলী বণিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে
স্বর্ণপদক পেয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী ইলা পাল রানার্স আপ হয়ে রৌপ্য পদক পেয়েছেন। অর্থাৎ ত্রিপুরা মহিলা দল এবারকার চ্যাম্পিয়নশিপে একটি স্বর্ণপদক দুটি রৌপ্য পদক এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। উল্লেখ্য, ২য় নর্থ ইস্ট মাস্টার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শিলচরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার থেকে তা শুরু হয়ে আগামীকাল শেষ হচ্ছে। বুধবার প্রথম দিনেই পদক বিজয় শুরু ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনেও দারুন ফলাফল ত্রিপুরা দলের। ইলা পাল ৬০ ও ততোর্ধ মহিলা বিভাগে, শ্রীলেখা দে ৫০ ও ততোর্ধ মহিলা সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ মেডেল এবং শ্রীমতি জয়তি দত্ত ৪০ ও ততোর্ধ মহিলা সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

পূর্বোত্তর মাস্টার্স টেবিল টেনিসে সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ২য় নর্থ ইস্ট মাস্টার টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শিলচরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুধবার থেকে তা শুরু হয়ে চলবে ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত। বুধবার প্রথম দিনেই পদক বিজয় শুরু ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়দের। আজ, দ্বিতীয় দিনেও দারুন ফলাফল ত্রিপুরা দলের। ইলা পাল ৬০ ও ততোর্ধ মহিলা বিভাগে একক ফাইনালে, শ্যামলী বণিক ৫০ ততোর্ধ মহিলা বিভাগে একক ফাইনালে পৌঁছেছেন। আগামীকাল ফাইনাল খেলা হবে। শ্রীলেখা দে ৫০ ও ততোর্ধ মহিলা সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ মেডেল এবং শ্রীমতি জয়তি দত্ত ৪০ ও ততোর্ধ মহিলা সিঙ্গেলসে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক আম্পায়ার অজয় দত্ত এই টুর্নামেন্টের রেফারি টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলায় ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

অরবিন্দের আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দেশের মহান মনীষী ঋষি অরবিন্দ দেশপ্রেমিকের পাশাপাশি একজন মহান দার্শনিকও ছিলেন। দেশমাত'কাকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে তিনি যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। ঋষি অরবিন্দের জীবন আদর্শকে পাথেয় করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ কাসারিপটি-স্থিত অরবিন্দ ক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঋষি অরবিন্দের আধ্যাত্মিক দর্শন ছিল অভাবনীয়। তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারাকে আমাদের জীবনেও প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবেই সুষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহান দার্শনিক ঋষি অরবিন্দের দেশাত্মবোধক ভাবনাকে পাথেয় করেই দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার কাজ করে যাচ্ছেন। দেশকে বিশ্বগুরু বানানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ঋষি অরবিন্দের আদর্শকে সঠিক সম্মান জানানো হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে ক্লাব সংস্ক'তি বহুদিনের। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্লাব সংস্ক'তিরও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে কোনও এলাকার উন্নয়নে ক্লাবগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পাশাপাশি এলাকায় গার্হস্থ্য সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও ক্লাবগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে ক্লাবগুলির মধ্যে সুস্থ সংস্ক'তি বজায় রয়েছে। আর এই সংস্ক'তির মাধ্যমে আমাদের ঐক্যবোধ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ফলে ক্লাবের মাধ্যমেই এলাকার জনগণের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত মনীষী অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ঋষি অরবিন্দ অন্যতম। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে রাজ্যেও বিভিন্ন স্থানে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হচ্ছে। দেশের বরেন্য ব্যক্তিদের আদর্শকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত। অরবিন্দ ক্লাবের সম্পাদক নারায়ণ দত্ত ও সভাপতি তাপস দে রায় প্রমুখ।

এবিভিপির জয়ের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জয়লাভ। এই জয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা হলো বিলোনিয়া অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, আজ দুপুর সাড়ে তিনটা নাগাদ বিলোনিয়া ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সামনে থেকে শুরু হয় বিজয় উৎসবের রেলি। বাজি পটকা ফাটিয়ে বিজয় উৎসবে মাতোয়ারা হল বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় এর ছাত্র সংসদের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্য কর্তারা। পরবর্তী সময়ে মিষ্টিও বিতরন করা হয়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সভাপতি, সম্পাদক সহ-সম্পাদক পদে জয়লাভ করেছে খিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ তার জন্য ধন্যবাদ জানান বিলোনিয়া অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতৃত্বরা। অখিল ভারতীয় নেতৃত্বদের মধ্যে এই দিনের রেলিতে অংশ গ্রহণ করেন, ঋষ্যমুখ নগরের এবিভিপি সম্পাদক সুশান্ত দেবনাথ, বিলোনিয়া নগর এবিভিপি সহ সম্পাদক সোহম সাহা, দক্ষিণ জেলা এবিভিপি কার্যকর্তা ঋতকর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য এবিভিপি কার্যকর্তা।

কর্মসংস্থান মেলার আওতায় আজ ৫১ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার ৫১ হাজার নিয়োগপত্র প্রদান করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্মসংস্থান মেলার আওতায় ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনিযুক্ত নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রায় ৫১,০০০ হাজার নিয়োগ পত্র বিতরণ করবেন। নবনিযুদের উদ্দেশে ভাষণও দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়- পিএমও এক বিবৃতি প্রকাশ করে এই তথ্য জানিয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সারাদেশে ৪৬টি স্থানে চাকরি মেলার আয়োজন করা হবে। এই উদ্যোগকে সমর্থন করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও নিয়োগ করা হবে। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত নতুন নিয়োগকারীরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সরকারে যোগ দেবেন। যার মধ্যে রয়েছে ডাক বিভাগ, ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগ, পরমাণু শক্তি বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং পরিবার কল্যাণ।

ধলাই জেলার সার্বিক বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আমবাসা টাউন হলে গতকাল দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে চলন ও সহায়ক সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে এক সামাজিক আধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলা প্রশাসন ও এলিমকো সংস্থা যৌথভাবে এই শিবিরের আয়োজন করে। এই সামাজিক আধিকারিতা শিবিরের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলাপরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি অনাদি সরকার, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থশিব জয়সবাল, ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি সুন্দর সিং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমবাসা পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর। অনুষ্ঠানে জেলার আমবাসা, গঙ্গানগর, সালেমা ও দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের ২২০ জন দিব্যাঙ্গজন ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে হুইল চেয়ার, ট্রাই সাইকেল, হাঁটার লাঠি, চশমা, ইত্যাদি চলন ও সহায়ক সামগ্রী দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ৫ জন দিব্যাঙ্গজনের মধ্যে চলন ও সহায়ক সামগ্রী তুলেদেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ অতিথিগণ। শিবিরের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, দেশের ১১২ টি অ্যাসপিরেশনাল জেলার মধ্যে ধলাই জেলা রয়েছে। এই জেলার সার্বিক বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। জেলার সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। এর ফলে এই জেলা আগের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ধলাই জেলায় ১ হাজার ২০০ জন দিব্যাঙ্গজন ও সিনিয়র সিটিজেন চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার সবকটি ব্লকে ধাপে ধাপে ১ হাজার ২০০ জনকে ৪ হাজার ৬৬১ টি চলন ও সহায়ক সামগ্রী প্রদানের কাজ চলছে। এজন্য ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে। দেশের ৭৪ টি স্থানে এদিন দিব্যাঙ্গজন ও সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্যে চলন ও সহায়ক সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান এক যুগান্তকারী কাজ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা নতুন করে চালু করা হয়েছে। এরফলে কারিগররা উপক'ত হবেন। গত এক মাস আগে রাজ্যে ১০০ জন দিব্যাঙ্গজনকে ব্যাটারী চালিত ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এ এস আই'র দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে এসপির কাছে নালিশ শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ সেপ্টেম্বর।। গত শনিবার দিন বিশালগড় থানার এএসআই প্রদীপ নট্টের দুর্ব্যবহার এবং জোরপূর্বক গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার মতো জঘন্য কাজের বিচার চেয়েছেন সিপাহীজলা জেলার এসপির কাছে।অভিযোগকারী হলো পেশায় বাজনা বাদক এবং শ্রমিক দিলীপ নট্র।তখন শ্রমিক দিলীপ নট্র পুলিশ অফিসার প্রদীপ নট্র কে বলে আপনি গালিগালাজ করছেন কেন স্যার। আমি জীবনে কোনদিন মদ খাইনি। মদ এবং নেশা কোন কিছু আমার নেই। আমি শ্রমিক বাজনা বাজিয়ে এবং অটো চালিয়ে সংসার প্রতি পালন করি। গোটা সিপাহীজলা জেলার মানুষ আমাকে চেনে। কারণ আমি প্রতিটি বাড়িতে কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে বাজনা বাজাতে যাই। আমি কোন কিছু নেশা করিনি তারপরও আপনি আমাকে মদতি বলছেন কেন? আমি শ্রমিক বলে আমার কোন সম্মান নেই?? আমরা শ্রম দিয়ে খাই বলে আমাদেরকে এভাবে অপমান করবেন? এভাবে দুর্ব্যবহার করবেন? কোন অপরাধ না করার পরেও কেন আপনি আমার সাথে ই দুর্ব্যবহার করছেন এবং গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিচ্ছেন?? আপনি পুলিশ জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া আপনার কর্তব্য? এভাবে কোন অপরাধ না করার পরেও আপনি গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন?? কোন কথা শুনেনি পুলিশ অফিসার প্রদীপ নট্র অভিযোগ শ্রমিক দিলীপ নট্রের। প্রসঙ্গত: বিশালগড় থানার এএসআই প্রদীপ নট্রের বিরুদ্ধে সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে করজুড়ে বিচার প্রার্থনা করলেন অসহায় এক শ্রমিক দিলীপ নট্র। দিলীপ নট্রের বাড়ি চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ চড়িলাম চৌমনী পাড়া এলাকায়। দিলীপ নট্র পেশায় একজন শ্রমিক। সে বাজনা বাজায় এবং এই পেশা থেকে রোজগার করে ছোট্ট একটি চার চাকার অটো গাড়ি ক্রয় করেছে। বাজনা বাদকদের নিয়ে এই গাড়ি করে মানুষের বাড়িতে বিয়ে পুজো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজনা বাজায়। হঠাৎ করে দুইদিন পূর্বে তার এক আত্মীয় আগরতলা পুজোতে বাজনা বাজাতে যায়। গভীর রাত হয়ে যাওয়ায় কোন গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না বাড়িতে ফিরে আসার জন্য। তখন তারা দিলীপ নট্র কে ফোন করে তাদেরকে গিয়ে আগরতলা থেকে আনার জন্য। যথারীতি ফোন পেয়ে দিলীপ বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে আগরতলা গিয়ে তার আত্মীয়সহ বাজনা বাদক দের সঙ্গে করে যখন বিশালগড় বাইপাসের মুখে আসে। তখন বিশালগড় থানার এএসআই প্রদীপ নট্র তার গাড়ি থামিয়ে তাকে জঘন্য ভাষা গালিগালাজ করে এবং মদতি মাতাল বলে তাকে গালি দিয়ে তার গাড়ির চাবি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।এখন দেখার সিপাহীজলা জেলার এসপি কি ভূমিকা পালন করেন।

ধর্মনগরে পালিত হচ্ছে স্বচ্ছতা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বচ্ছতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। তার অঙ্গ হিসেবে পুর পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বচ্ছতা বিষয়ক অনুষ্ঠান সপ্তাহের প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে এই এক সপ্তাহ স্বচ্ছতা সপ্তাহ হিসেবে পালন করা হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে প্রতিদিন পুরপরিষদ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রণয়ন চলছে।

পুরপরিষদের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বিবেক এইচকে জানান কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ লা অক্টোবর সকাল ১১ টা থেকে বারোটা পর্যন্ত এক ঘন্টা স্বচ্ছতা ই-সেবা অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র দেশবাসীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আহ্বান জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মনগর পুর পরিষদ ইতিমধ্যেই নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। এদিকে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ধর্মনগর বড় কালীবাড়ি রোডে বিভিন্ন ধরনের অংকনের এবং স্বচ্ছ ভারত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটিকে বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালন করেন।

স্বাস্থ্য সচিবের মারে গুরুতর আহত জিবি'র বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। হেলথ সেক্রেটারির মারধরে গুরুতর আহত এক বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে বলে জানা গেছে। ঘটনায় আহত নিরাপত্তা কর্মীর নাম নবকুমার সিনহা। তার বাড়ি ধর্মনগরে। জানা গেছে সে কিছু দিন আগে আগরতলায় কাজে যোগদান করেছে। তবে আইন হাতে তুলে নিয়ে কোনো তথ্য প্রমান ছাড়াই ওই বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর উপর চড়াও হওয়ার ঘটনায় হেলথ সেক্রেটারির ভূমিকায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ১৭ সেপ্টেম্বর জিবিপি হাসপাতালে একটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। যেখানে চুরি হয়েছে সেই জায়গার দায়িত্বে ছিল বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নবকুমার সিনহা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হেলথ সেক্রেটারি সহ আরও দুই স্বাস্থ্য আধিকারিক তার উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। সে থাকা অবস্থায় কিভাবে চুরি হল তার জন্য জবাব চাইতে থাকেন তারা। একসময় তারা নিরাপত্তা রক্ষী ওই যুবককে মারধর করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পরে। পরবর্তীতে তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বলে খবর। ঘটনার তার মাথায় ও কানে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে বলে খবর। অসুস্থতা কাটিয়ে সোমবার নবকুমার সিনহা পুনরায় কাজে যোগ দিলে আবারো সে অসুস্থ হয়ে পরে। হেলথ সেক্রেটারির আঘাতে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হচ্ছে বলে দাবী তার। যদিও তাকে চিকিৎসার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তক্রমে দোষীদের শাস্তির দাবী উঠেছে।

নিয়মিত পে স্কেলের দাবিতে শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। নিয়মিত পে স্কেল চাই। এই দাবিতে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সোমবার শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন প্রদান কালে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত ফিক্সড পেতে চাকরি করার একটি নিয়ম চালু করা হয়েছিল। যদিও সারা দেশের কোথাও এ ধরনের নিয়ম কোন সরকার চালু করেনি। সরকার পরিবর্তনের পর এ ধরনের নিয়ম প্রত্যাহার করে নিয়মিত স্কেলে নিয়োগের জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছিল টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। ফিক্সড পেতে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে নিয়মিত করার জন্য তারা জোরালো দাবি জানায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো পূর্ববর্তী সরকারের মতোই বর্তমান সরকারও টেট উত্তীর্ণ চাকুরী

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহতকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনের উপরের গাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে খুঁটির উপর থেকে পড়ে গুরতরভাবে আহত এক শ্রমিক। তার নাম চন্দ্রকান্ত জমাতিয়া। ঘটনা সোমবার সকালে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের অধীন আনন্দধারা প্রেক্ষাগৃহ চত্বরে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে বেসরকারি ওই শ্রমিক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। জানা গেছে, বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই তারা কাজ করছিল। হঠাৎ কিভাবে বিদ্যুৎ

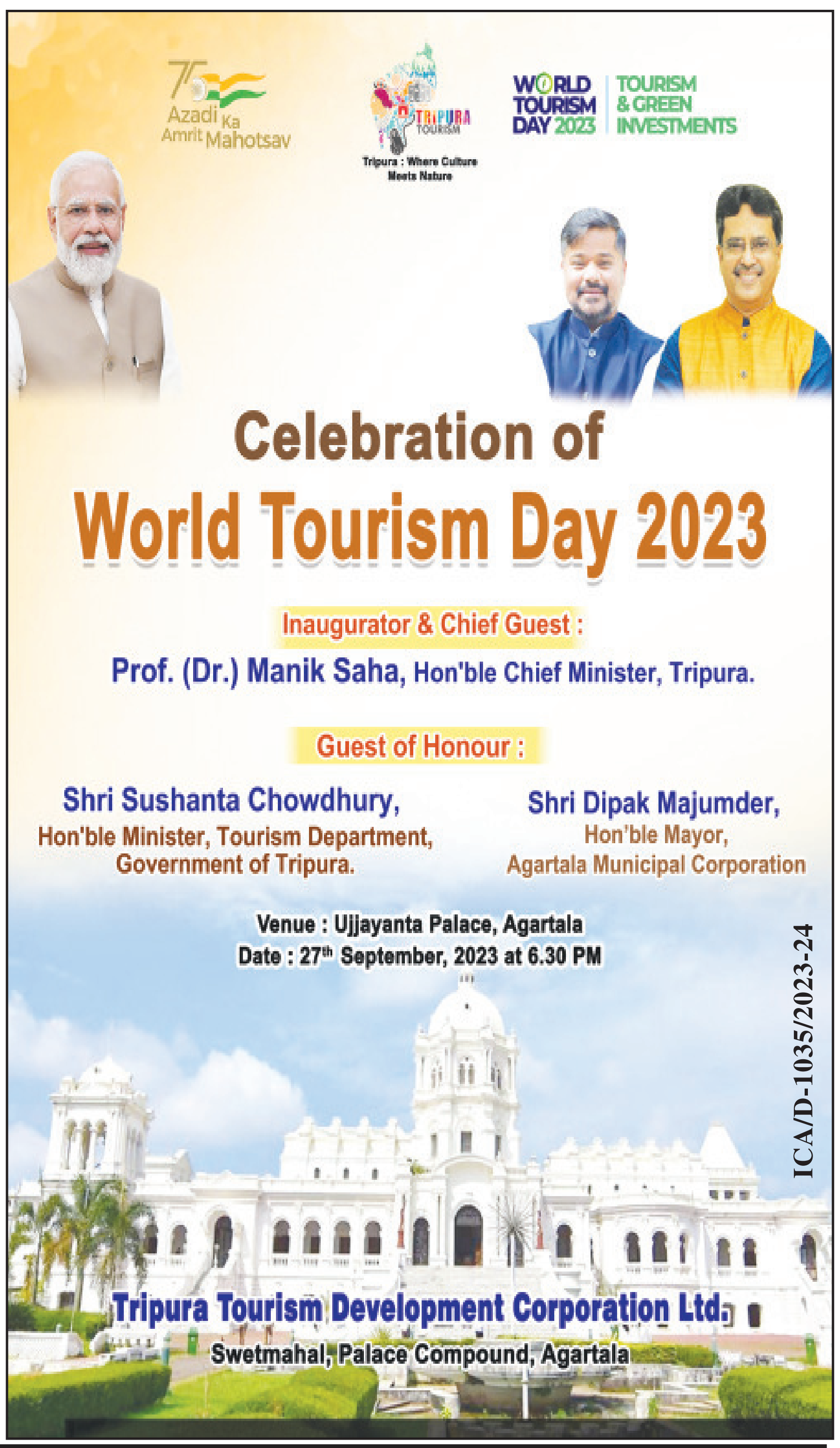

পণ্ডিত দীনদয়াল ছিলেন একাত্ম মানববাদের প্রবক্তা ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। আজ জিরানীয়া অগ্নিবীণা হলে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একাত্ম মানববাদের প্রবক্তা। আগে আমাদের রাজ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হত না। ২০১৮ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হচ্ছে। তাঁর জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অন্যতম লক্ষ হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও দর্শনের কথা পৌঁছে দেওয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে পর্যটনমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ম' দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথী সাহা, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তির'ন চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক গৌতম দাস।

কা'নপুর মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয় কা'নপুর আইএসবিডি প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি স্বপারাণী দাস, লালজরি বিএসি'র চেয়ারম্যান অজন্ত কুমার চৌধুরী, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের এসআইও বিদ্যামোহন জমাতিয়া, বিশিষ্ট শিল্পী দীপমালা নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনী নিয়ে বক্তব্য রাখেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপারাণী দাস প্রমুখ।

কৈলাসহরের ঊনকোটি টুরিস্ট লজে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের কাউন্সিলার দীপকর'ন পাল, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহঅধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব, সমাজসেবী সিদ্ধার্থ দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। কুমারঘাট মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আজ ফটিকরায়ের আম্বেদকর মহাবিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে এক শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতী দাস। তিনি বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একাত্ম মানববাদ দর্শনের প্রবক্তা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য নীলকান্ত সিনহা, মহাবিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপিকা মেলোডি দার্লং, সমাজসেবী প্রবাস বণিক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন ফটিকরায় গ্রামপ'ায়েতের প্রধান রাজীব দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বরিষ্ঠ তথ্য ও সংস্ক'তি আধিকারিক সুভাশিস সেনগুপ্ত।

আমবাসার চন্দ্রাইপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আজ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এক শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রদ্ধা'লী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন নম:। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহ অধিকর্তা চন্দন সরকার। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। এ উপলক্ষে এক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খোয়াইয়ের কোহিনূর কমপ্লে' প্রাঙ্গণে আজ সন্ধ্যায় পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুব্রত মজমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নিবাস সাহা, পুর পরিষদের সদস্য পীযূষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।